স্তব হইয়া উঠে না। তথাপি যাঁহারা অসম্ভব মনে করেন, তাঁহারা চেষ্টাশূন্য না থাকিয়া যেন এই উপায় অবলম্বন করেন যে, স্ব স্ব ভবনে এক একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাটীর বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাদান করেন।

উপসংহারকালে বামাকুলহিতৈষী মহাশয়গণের নিকট আমাদের এই প্রস্তাব যে তাঁহারা বালিকাবিদ্যালয় হইবার জন্য যেরূপ যত্নবান্ ও ব্যগ্র হন, সেইরূপ যত্ন ও ব্যগ্রতা সহকারে বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য দেশবিদেশে বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত করেন এবং সেই সকল স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিয়া লয়েন।

থিওডোসিয়স্ ও কনষ্টান্‌সিয়া।

ইউরোপখণ্ডে দুটি প্রণয়ীর এক অতি আশ্চর্য্য উপাখ্যান আছে। প্রকৃত প্রণয় যে কি অদ্ভুত পদার্থ, তাহার যে কি রমণীয় ও পবিত্র ভাব, এবং এই পৃথিবী ও সামান্য ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা তাহা যে কত দূর মহৎ ও উচ্চ, থিওডোসিয়স্ ও কনষ্টান্‌সিয়ার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়।

কনষ্টান্‌সিয়া একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং পরম রূপবতী বালিকা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃভাগ্যটা বড় ভাল ছিল না। তাঁহার পিতা আপনার পরিশ্রমে অপরিমেয় ধন সংগ্রহ করিয়া কৃপণের শেষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সন্তান অপেক্ষা টাকা অধিক ভালবাসিতেন এবং টাকা ভিন্ন আর কিছুতেই সুখ অনুভব করিতেন না। এই দেশে থিওডোসিয়স্ নামে একটি যুবক ছিলেন। তিনি যদিও ধনবানের সন্তান নন, কিন্তু অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক অনেক গুণ ছিল; তাহার উপর বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষাদ্বারা মন উন্নত এবং চরিত্র অতি বিশুদ্ধ হইয়াছিল।

থিওডোসিয়সের বয়ঃক্রম ২০ বৎসর, কনষ্টান্সিয়ার ১৫ বৎসরও উত্তীর্ণ হয় নাই, এমত সময়ে উভয়ের পরিচয় হইল*। ঐ যুবাপুরুষ কনষ্টান্সিয়ার পিতৃগৃহ হইতে অতি অল্প দূরে থাকিতেন; ইহাতে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইতেন। তাঁহারা পরস্পরের সৌন্দর্য্যে, পরস্পরের মধুরা-

---

* ইউরোপের অনেক দেশে কন্যারা ১৮।১৯ বৎসর পর্য্যন্তও অবিবাহিত থাকে। ইহাদের এক প্রকার স্বয়ম্বর বিবাহ বলা যায়। বরকন্যায় পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হই… যদি মনোনীত হয়, তবে বিব… কন্যার গৃহেই বরেরা … থাকেন।

লাপে, পরস্পরের সদগুণে, পরস্পরের মন এরূপ আকর্ষণ করিলেন, যেন উভয়েই একহৃদয় হইয়াগেলেন। দিন দিন পরস্পরকে দেখিয়া নূতন নূতন মাধুর্য্য, নূতন নূতন সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রণয়বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

যখন থিওডোসিয়স্ ও কনষ্টান্সিয়ার মনে এইরূপ প্রীতি ও বন্ধুভাব বর্দ্ধিত হইয়া অশেষ সুখের আশার সঞ্চার করিতেছিল; দুর্ভাগ্য ক্রমে হঠাৎ তাঁহাদের পিতায় পিতায় একটি বিষম বিবাদ ঘটিল। একজনের কুলের অহঙ্কার এবং অন্যটির ধনের গর্ব্ব ইহার কারণ। কনষ্টান্সিয়ার পিতার রাগ ও হিংসা এতদুর প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি শত্রুর পুত্র বলিয়া থিওডোসিয়স্‌কেও বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তিনি অধৈর্য্য হইয়া স্বয়ং ঐ যুবাকে বাটী আসিতে নিষেধ করিলেন এবং কন্যাও পুনর্ব্বার দেখা না করে, এজন্য শাসন করিয়া দিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগের ভাব দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে ভবিষ্যতে কোন সুযোগে মিলন হইবে ভাবিয়া তাহারা আনন্দিত আছে। অতএব সে পথও যাহাতে রোধ হয় ... কন্যার সত্বর বিবাহ দেওয়া ...লেন এবং একটি সুন্দর ... পাত্র ঠিক করিলেন। দুহিতার অমত না হয় এজন্য তাহার নিকট সেই বরের কথা অনেক বাড়াইয়া বর্ণন করিলেন এবং অমুক দিন বিবাহলগ্ন স্থির হইয়াছে অবগত করিলেন। কনষ্টান্সিয়া পিতাকে অতিশয় ভয় ও ভক্তি করিতেন; যেখানে তাঁহার পিতা সর্ব্বপ্রকার লাভের কথা উল্লেখ করিলেন, স্পষ্টরূপে কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া না পাইয়া মৌনী হইয়া রহিলেন। তাঁহার পিতা মনে করিয়া লইলেন 'মৌনং সম্মতিলক্ষণং' এবং কন্যা যে এইরূপ নম্রভাবে পিতার মানরক্ষা করিল এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় হইলেন। কন্যা অবাক্ হইয়া রহিল।

অতঃপর কনষ্টান্সিয়ার বিবাহ সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইল এবং তাহা থিওডোসিয়সেরও কর্ণগোচর হইল। প্রেমী ব্যক্তির অন্তঃকরণে ইহাতে যে কিরূপ ভাব হইতে পারে তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। অনেক ক্ষণ তাঁহার মন, তুফান আসিলে সাগর যেমন হয়, সেইরূপ তোলপাড় করিতে লাগিল। পরে একটু স্থির হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পত্রখানি লিখিলেন—

"অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার কনষ্টান্সিয়ার ভাবনাতেই আমার এক মাত্র সুখ ছিল, কিন্তু এখন তাহাতে হৃদয় এরূপ ব্যথিত হইল যে আর সহ্য করিতে পারি না। প্রিয়ে!

তবে তুমি আর একজনের হইলে? ইহা দেখিতেই কি আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে বল? দেখ যে সকল নদী, শিলাতল, ক্ষেত্র ও উপবনে পরস্পরে কথোপকথন করিয়া কেমন শীতল হইয়াছি, এখন সে সকল জ্বলন্ত অনলের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতে আসিতেছে—আমার জীবন পর্য্যন্ত ভারবহ হইয়াছে। তুমি পৃথিবীতে দীর্ঘজীবিনী হইয়া সুখে থাক, কিন্তু থিওডোসিয়স্ নামটি এককালে বিস্মৃত হইয়া যাও।"

পত্রখানি সেই রাত্রেই কনষ্টান্সিয়ার নিকট পৌঁছিল, এবং তিনি পাঠমাত্র মূর্চ্ছাগত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার পিত্রালয়ে থিওডোসিয়সের অন্বেষণ জন্য উপর উপর লোক আসিতে লাগিল ইহাতে তিনি আর শঙ্কাতুর হইলেন। তাহারা বলিল, থিওডোসিয়স্ দুই প্রহর রাত্রির সময় বাটী হইতে বাহির হইয়া যেকোথায়গেলেন, আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার মন যেরূপ ভাবনাকুল ছিল তাহাতে যত দূর মন্দ হইতে পারে সকলের মনে সেই ভয়ই হইতে লাগিল। কনষ্টান্সিয়া দেখিলেন তাঁহার বিবাহ সংবাদই এই দুর্ঘটনার মূল; অতএব তিনি আর প্রবোধ মানিতে পারিলেন না। 'কেন মূকের* ন্যায় মৌন হইয়া রহিলাম, কেন পিতার কথায় বাধা দিলাম না, কেন কপট হইয়া থাকিলাম' এইরূপে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, এবং নূতন বরকে থিওডোসিয়সের হত্যাকারী বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তৎক্ষণাৎ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন "পিতার অসন্তোষের একশেষ সহ্য করিতে হয় তাহাও করিব, কিন্তু এই পাপজনক এবং ভয়ঙ্কর বিবাহে কখনই সম্মত হইব না।"

কনষ্টান্সিয়ার পিতা দেখিলেন থিওডেসিয়সের ভয়হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং ঘরে অনেক টাকা বাঁচিতে পারে, অতএব কন্যার বিবাহে অস্বীকার শুনিয়া ভাবিত হইলেন না। বরটি প্রণয়ের অনুরাগে আসেন নাই, কেবল ধনলোভেই বিবাহার্থী হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে নিরস্ত করা বড় কঠিন ব্যাপার হইল না। যাহা হউক কনষ্টান্সিয়া এখন কিছুতেই মনকে স্থির রাখিতে পারেন না দেখিয়া, নানাপ্রকার বারব্রত এবং ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সাংসারিক সুখের অনিত্যতা দেখিয়া পারমার্থিক বিষয়ে তাহার মন এরূপ নিমগ্ন হইল যে অল্পকাল মধ্যে দারুণ শোকবেগ সম্বরণ হইল, এবং অবশিষ্ট জীবন সন্ন্যাসাশ্রমে যাপ[illegible] করিবার জন্য অনুরাগ [illegible] তিনি পিতার নিকটে [illegible]

* বোবা।

জ্ঞাত করিলেন। পরিবারের যাহাতে অর্থ বাঁচে এরূপ কার্য্যে তাঁহার পিতা অসন্তুষ্ট ছিলেন না, সুতরাং কন্যার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন।

যখন এই যুবতীর বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর এবং রূপলাবণ্য সম্পূর্ণ বিকসিত হইল; এমত সময়ে তাঁহার পিতা নিকটবর্ত্তী নগরে একটি সন্ন্যাসিনীসম্প্রদায়ে* তাঁহাকে রাখিয়া আসিলেন। এইস্থানে একটী সন্ন্যাসী তাঁহার ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং ধর্ম্মদৃষ্টান্তের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। রোমানকাথলিক ধর্ম্মের নিয়ম মতে যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখগ্রস্ত বা শোকপরায়ণ হয়, ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিকট তাহাদিগের জীবনের সমুদায় ঘটনা লি প্রকাশ করিলে ক্ষমা এবং সান্ত্বনা পায়। কনষ্টান্সিয়া এই সুযোগে উক্ত বিখ্যাত ধর্ম্মযাজকের নিকট আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিবেন স্থির করিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

---

* খৃষ্টানদিগের মধ্যে একেশ্বরবাদী প্রটেষ্টান্ট, রোমানকাথলিক ইত্যাদি অনেক সম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে রোমানকাথলিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাহারা কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকিতে চাহেন, তাহারা বিবাহ করেন না; মঠে বাস করেন এবং অনেক বিষয়ে আমাদি-[illegible]ীন মুনি ঋষির ন্যায়। ইহা[illegible]ধ্য পুরুষদিগকে, মঙ্ক বা [illegible] স্ত্রীলোকদিগকে 'নন' বা সন্ন্যাসিনী বলে। সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীরা পৃথক বাস করিয়া থাকেন।

নারীচরিত।

সারামার্টিন।

(২০৮ পৃষ্ঠার পর।)

কারাবাসিগণ যেপ্রকার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল আর কিছু দিন তদবস্থায় থাকিলে তাহাদিগের দুরবস্থার পরিসীমা থাকিত না। সারামার্টিন-সদৃশ মহাত্মা লোকের কৃপাদৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, সুতরাং সারা কারাগার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে তিনি অশেষ প্রকারে কারাবাসিগণের উপকারসাধন করিতে পারিবেন। তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে উত্তম উত্তম গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে যেমন তাহাদিগের অভাব সকল জানিতে পারিলেন এবং স্বীয় ক্ষমতা বুঝিতে পারিলেন তেমনি কর্ম্মক্ষেত্রও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি এক্ষণে তাহাদিগকে লেখা ও পড়া অভ্যাস করিবার শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহে কিছু অধিক সময়ের আবশ্যকতা হওয়াতে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে আপনার জীবিকা উপার্জ্জনের সময় হইতে কিয়ৎ ঘন্টা সময় ইহাতে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তজ্জনিত ক্ষতি-

কে এস্থলে ক্ষতি বলিয়া গণনা করিলেন না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "কারাবাসিগণের উপকারার্থে ক্ষতি স্বীকার করিয়া সময় ব্যয় করা আমি কর্ত্তব্য জ্ঞান করি।"

১৮২৬ খৃঃ অব্দে সারার পিতামহী পরলোক যাত্রা করেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা রাখিয়া যান, সারা তাহার অধিকারিণী হইয়াছিলেন। এই সময় সারা আপনপৈতৃক বাসস্থান সেষ্টার পরিত্যাগ করিয়া ইয়ারমাউথ নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিশ্রম ও উৎসাহ সহকারে আপনার প্রিয়কার্য্যটীর উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইয়ারমাউথ নিবাসিনী একজন সহৃদয়া স্ত্রীলোক সারার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দেখিয়া সপ্তাহের মধ্যে এক দিবস করিয়া তাঁহার পরিশ্রমের সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই স্ত্রীলোকটীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া এবং দানার্থে পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য ত্রৈমাসিক কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, আপনার অনুষ্ঠিত মহৎব্রতে অহর্নিশ নিযুক্ত থাকিলেন। অধিকাংশ সময় যত্ন ও চেষ্টা এই পরোপকারব্রতে নিয়োজিত হওয়াতে সারার জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায় যে পোশাক প্রস্তুত করণ ব্যবসায়, তাহার অতিশয় দুর্গতি উপস্থিত হইল; ঐ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পিতামহীর প্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহার দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা দুর্ঘট, সুতরাং ব্যবসায় পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সুখসাধ্য নয় এবং পরোপকার রূপ যে মহৎব্রতে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন তাহাও প্রাণান্তে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নন। অতএব এপ্রকার অবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহার তুল্য মহাশয়া পরহিতৈষিণী নারী ব্যতীত আর কে বলিতে পারে যে "পোশাক প্রস্তুত করণ-কার্য্যে আমার মন যখন নিবিষ্ট ছিল, তখন তজ্জন্য আমার সর্ব্বক্ষণ চিন্তা ছিল, এখন সে কার্য্যের তিরোধান হইল, তজ্জনিত চিন্তাও আমার দূর হইল, আমি জানি ঈশ্বর কখন আমার অমঙ্গল সাধন করিবেন না, তিনি আমাকে যেপ্রকার অবস্থায় স্থাপিত করুন না কেন তাহাতে আমার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবেক না; তিনি আমার প্রভু, প্রভু কখন ভৃত্যকে পরিত্যাগ করেন না; তিনি আমার পিতা, পিতা কখন সন্তানকে বিস্মৃত হয়েন না; আমি জানি প্রভু সময়ে সময়ে ভৃত্যের বিশ্বাস সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের পরীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দুঃখদারিদ্র্যের দুঃসহ ক্রোড়ে তাহাকে স্থাপন করেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি আমা
মঙ্গল সাধন করাই তৎকা
শ্য। যদি সহস্র সহস্র

সাধনোদ্দেশে, যদি পরম পিতার মঙ্গলময় আদেশ পালন করণার্থে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর ঐহিক কষ্ট বা ক্ষতি উপস্থিত হয়, তবে সেই মহৎ কার্য্যের সহিত কি আমার সামান্য কষ্ট বা ক্ষতির উপমা হইতে পারে ?"

অনন্তর করাবাসিদিগের মধ্যে প্রতি রবিবারে উপাসনা প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন এবং অল্প দিনমধ্যে উপাসনা কার্য্য সংস্থাপন করিতে কৃতকৃত্য হইলেন।

এই প্রকারে তিনি তিন বৎসর কাল উপরোক্ত বিষয় সকলে কারাবাসিগণের নির্ব্বিঘ্নে উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদি গকে বিবিধ শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা দিতে মনোযোগী হইলেন।

১৮২৩ খৃঃঅব্দে এক জন সদয় ব্যক্তি সারামাটিনকে পাঁচটী টাকা দান করেন এবং ঐ সময়ে অপর এক জন ভদ্রলোক কারাবাসিদিগের উপকারার্থে দশটী টাকা প্রদান করেন।

সারা এই পঞ্চদশ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা শিশু সন্তানগণের উপযোগী কতকগুলি বস্ত্র ক্রয় করিলেন, এবং কারাবাসিগণের শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার সুবিধা করিবার জন্য ঘা- ... পাজামা, কোরতা প্রভৃতির ক- ...দর্শ ক্রয় করিলেন। প্রথ- ...কদিগকে, পরে পুরুষদিগকে সূচীর কার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিয়দ্দিন মধ্যে অনেক গুলি স্ত্রী ও পুরুষ নানাবিধ পোশাক প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ হইলেন। তাহাদিগের দ্বারা যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কারাবাসিগণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধনসঞ্চয় হইতে লাগিল, এবং এই মনোরম শিল্পকর্ম্মে অধিকক্ষণ করিয়া নিযুক্ত থাকায় তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ কলহ প্রায় নিরাকৃত হইল। মূলধন সমুদয়ে পঞ্চদশ মুদ্রা মাত্র ছিল, ক্রমে তাহা প্রায় অশীতি মুদ্রা হইয়া উঠিল এবং এই কার্য্যের প্রারম্ভ হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রায় ৪০৮০ টাকা মূল্যের নানাবিধ সামগ্রী বিক্রীত হইয়াছিল। কারাবাসিদিগের মধ্যে যিনি যখন কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ হস্তে করিয়া সহাস্য বদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এই প্রকার কয়েক বৎসর কারাবাসিদিগের উপকার সাধন সংকল্পে নিযুক্ত হইয়া তিনি কোন কষ্টকে কষ্ট বোধ করেন নাই, তাহাদিগের হিতসাধনোদ্দেশে তিনি ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের ঐহিক উন্নতি সাধনের উপায় বিধান করিয়াছিলেন, এবং পারত্রিক মঙ্গল সংসাধনার্থেও ঔদাস্য ..কাশ করেন নাই। কারা-

গার মধ্যে অবস্থিতিকালে তাহাদিগের কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং কারামুক্ত হইয়া যাহাতে তাহারা সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এমন বিষয় সকলও শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। দেখ! যে সময়, পরহিতার্থী সচ্চরিত্র লোক সকল কারাবাসিগণের অবস্থা সংস্কার করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ ও কল্পনা করিতেছিলেন, কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই, সেই বিঘ্ন বিপত্তির সময়ে এক জন নিঃসহায় দরিদ্রা বালা একমাত্র উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণের প্রার্থনা।

মোরাসবে দীনভাবে যত বালাগণে,
করিনাথ প্রণিপাত তোমার চরণে।
মোরা যত পশুমত অতীব অজ্ঞান,
পরাধীনা জ্ঞানহীনা অন্ধের সমান।
তুমি দাতা জ্ঞানদাতা মনে যেন রাখি,
চিরদিন তবাধীন হয়ে যেন থাকি।
নাহি কেহ করে স্নেহ তোমারি মতন,
তোমাহতে এজগতে পেয়েছি জীবন।
কায়মন প্রাণধন সকলি তোমার,
ওহে পিতা কিছু হেথা নাহিকআমার।
কৃপা কর কৃপাকর! এ কিঙ্করীগণে,
প্রভু তব স্তুতিস্তব কিছুই জানিনে,
কিবা দিয়া কি বলিয়া পুজিব তোমায়,
বারবার নমস্কার করি তব পায়।
ওহে পিতা কৃতজ্ঞতা লহ উপহার,
তোমাসম প্রিয়তম কেবা আছে আর।
মোরা অতি মূঢ়মতি জ্ঞান বুদ্ধি হীন,
যথাশক্তি করি ভক্তি যেন চিরদিন।
যেন প্রভু মোরা কভু কুপথে না যাই,
মিলিসবে একরবে তবগুণ গাই।
বিদ্যাধন উপার্জ্জন সদা যেন করি,
বিদ্যালয়ে বিদ্যা লয়ে সুখে কালহরি।
আমাদের শিক্ষকের করহ কল্যাণ,
সর্ব্বক্ষণ করিছেন যিনি শিক্ষাদান।
পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা বান্ধব সকল,
তাঁহাদের সকলের করহ কুশল।
তবকার্য্য শিরোধার্য্য করিয়া যাই,
প্রাণপণে কায়মনে সময় কাটাই।
কোনমতে পাপপথে পতিত নাহই,
দিবানিশি তবদাসী হয়ে যেন রই।
অভাজন অকিঞ্চন আমরা সবাই,
তবপ্রতি থাকে প্রীতি এইভিক্ষা চাই।

নূতন সংবাদ।

১ম।—প্রায় তিন মাস অতীত হইল পাণিহাটি ঘোষপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের য[illegible] ঐ গ্রামে একটি বালিক[illegible] সংস্থাপিত হইয়াছে। [illegible]

বিদ্যালয়ের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা একজন এদেশস্থ খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রীকে কারপেটফুল প্রভৃতির শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে ২৫। ২৬ জন বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিত। কিন্তু নিদারুণ মারী ভয়প্রযুক্ত এক্ষণে ১৫। ১৬ জন বালিকা প্রতিদিন উপস্থিত থাকে। একজন সচ্চরিত্র শিক্ষক শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন। অধ্যাপনা কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে।

(২২৯ পৃষ্ঠার পর)

২য়।—এলাহাবাদ বা প্রয়াগ।—প্রয়াগ হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের তীর্থ স্থান। কাশী অপেক্ষা এখানে অল্প লোক বাস করে। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। রোগীদিগের সুস্থ হইবার এক প্রধানস্থান।

আগরা।—আগরার যমুনার সেতু অতিশয় আশ্চর্য্য, আমাদের এদেশের ন্যায় নহে। কলিকাতার গঙ্গার উপর যে সকল বয়া দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বয়া যমুনার জলের উপর সারি সারি সাজাইয়া সেতু প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া গাড়ী, ঘোড়া ও মনুষ্য সকল যাতায়াত করিতেছে। এখানে একটী অপূর্ব্ব সমাধি মন্দির আ[illegible]। আকবর বাদসাহার পুত্র জাহা[illegible]রজিহান নাম্নী একটী স্ত্রী [illegible] পরম সুন্দরী রমণীরত্ন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাঁহার স্বামী একটী অপূর্ব্ব সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে তাঁহাকে গোর দেন। ঐ বাড়ী প্রস্তুত করিতে ৯৯৯৯৯৯৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এরূপ অপূর্ব্ব বাড়ী বোধ হয় কেহ কখন নয়নগোচর করে নাই। যে ব্যক্তি সেই অট্টালিকা অবলোকন করেন তিনি বিস্মিত না হইয়া থাকিতেপারেন না।

দিল্লী।—দিল্লী আমাদের পুরাতন রাজধানী ও বাদসাহাদিগের আদিম অধিবাসস্থান। এখানকার যমুনার সেতুও অতিশয় চমৎকার। যমুনোপরি ক্রমাগত নৌকা সাজাইয়া তদুপরি কাষ্ঠ দিয়া সেতু প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া নির্ভয়ে গাড়ী, ঘোড়া ও মনুষ্য সকল গমনাগমন করিতেছে। এখানকার রাস্তা কলিকাতার ইংরাজটোলারন্যায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত, সর্ব্বদাই জলসেচকেরা * জলসেক করিতেছে, এবং একটুমাত্র ময়লা দৃষ্ট হয় না।

এখানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। এখানকার মুসলমানের স্ত্রীলোকেরা একটী করিয়া চুড়িদার ইজের ও হাঁটু পর্য্যন্ত পিরাণ ও গাত্রে ওড়না ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু বেশ্যারা পিরাণ না পরিয়া কাঁচুলি পরিধান করে।

* ভিস্তি দ্বার।

এখানে আটটী তোরণদ্বারা আছে। সহরের চতুঃদিক্ অত্যুচ্চ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সহরের মধ্যে অনেক মহল্ল আছে, ঐ সকল মহলেরও আবার বড় বড় ফটক† আছে। বাদসাহাদিগের সময় হইতে এপর্য্যন্ত দিল্লীতে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, কেহই রাত্রিকালে তোপের পর সহরের বাহিরে যাইতে পারিবেনা, এবং সহরের বহিঃস্থ লোকসকল ভিতরেও প্রবেশ করিতে পারিবে না। তোপের পর দিল্লীর সমুদয় দ্বার এককালেরুদ্ধহয়।

দিল্লী হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণ কুতব নামক একটী গ্রামে অত্যাশ্চর্য্য দূরবীক্ষণস্তম্ভ‡ আছে। কলিকাতার দূরবীক্ষণস্তম্ভ কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজা, আগরার তাজমহলের দূরবীক্ষণস্তম্ভ ও দিল্লীর জুমামস্জিদের দূরবীক্ষণস্তম্ভ অপেক্ষা অতিশয় উচ্চ ও প্রশস্ত। এত উচ্চ যে, নীচু হইতে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে দেখা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে, এত প্রশস্ত যে, পাঁচজনলোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে উঠিতে পারে, ইহার উপর উঠিয়া দেখিলে দিল্লী সুন্দররূপ দেখা যায়।

এদেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন সর্ব্বদাই পিঞ্জররুদ্ধের ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করে, কোন প্রকাশ্য স্থলে যাইতে বা কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারে না, ও যেমন জঘন্য অপরিধেয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে, পশ্চিমাঞ্চলে সেরূপ দেখা যায় না। সেখানকার কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলই প্রকাশ্য স্থলে যাইয়া সকলের সহিত বাক্যালাপ করিয়া সুখে কালাতিপাত করে এবং তাহারা উপযুক্ত-রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াও নির্ব্বিঘ্নে যথাস্থানে গমনাগমন করিতেছে। হায়! এদেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের জঘন্য পরিচ্ছদ যে কতকালে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা বলা যায় না। কিছুদিন হইল কলিকাতাস্থ কলুটোলার "সঙ্গতসভার" সভ্যেরা স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত করিয়া উৎকৃষ্ট ও সামাজিক নিয়মের সঙ্গত পরিচ্ছদ পরাইবার নিমিত্ত আলোচনা করিয়াছিলেন। কি প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করান উচিত তাঁহারা সে বিষয় অদ্যাপি নিশ্চয় করেন নাই। পরিশেষে তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন যে, তাঁহারা যেন পরিচ্ছদের বিষয় নিশ্চয় করিয়া জনসমাজের উপকার সাধন করেন।

৩য়। বিলাতীয় বিশেষ সংবাদ।

যদিও সকল দেশে স্ত্রী... অবস্থা অতি হীন, কি...

† ফটক।
‡ যাহাকে "ম মেণ্ট বলে।

মহিলাগণ অনেক অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সহিত আমাদের দেশের বামাগণের তুলনা করিলে স্বর্গ ও পাতাল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও ধর্ম্মভাব সকল যত আলোচনা করা যায়, ততই উৎসাহ ও আনন্দ লাভ হয়; আর আমাদিগের নারীসমাজের প্রতি ততই জঘন্য বলিয়া ঘৃণা জন্মে। ইঁহারা নিজে অজ্ঞান এবং অন্যের উন্নতির পথে বিষম কন্টক। কিন্তু সেখানকার স্ত্রীলোকেরা যেমন আপনারা বহুগুণে গুণবতী সেই রূপ অন্য লোকের এবং সাধারণের কল্যাণ সাধনে কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট। যেখানে একটী শুভকার্য্যের কথা শুনিতে পান, সেইখানেই তাঁহারা সাধ্যমত উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করেন। কেহ পতিতা ভগিনীগণের উদ্ধারের চেষ্টা পাইতেছেন; কেহ উপদেশ দান, কেহবা লেখনী ধারণ করিয়া স্বজাতীর হিতব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, কেহ কেহ বা স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক নিরাশ্রয় রোগী ও আতুর লোকদিগের শুশ্রূষা করিবার জন্য অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। ধন্য ইংলণ্ড! তুমিই যথার্থ পুণ্যভূমি। তোমার কন্যাগণ স্ত্রীজাতির প্রকৃত গৌরব স্বরূপ তাহার সন্দেহ

গিনীগণ! আমরা উপরে বিলাতের স্ত্রীগণের যে গুণ সকল অতি সামান্যরূপে বর্ণন করিলাম, তাহার দৃষ্টান্ত তোমরা মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া থাক। সম্প্রতি প্রত্যক্ষ কিছু দর্শন কর। যদিও তোমরা তাঁহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখ না, তাঁহারা তোমাদের কিসে মঙ্গল হইবে এজন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছেন। কিছুদিন হইল সেখানকার 'ওমান্স জর্নাল' (বামাবার্ত্তাবহ) নাম্নী স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থি একখানি পত্রিকার সম্পাদিকাকে আমরা একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম যে, বামাবোধিনীরসহিত তাঁহারা কোন প্রকার যোগ রক্ষা করেন, ইহাতে তাঁহারা যেরূপ অনুরাগের সহিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। তোমরা ইঁহাদের সরল সাধুভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা পাও ইহাই আমাদিগের একান্ত কামনা।

১ম পত্র। লণ্ডন, ১৯লাংহাম প্লেস।
২৭শে অক্টোবর ১৮৬৪।

শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়!

আমি নগর হইতে গমন করিলে পর আপনার পত্র পৌঁছিল, নতুবা আমি আরও শীঘ্র প্রত্যুত্তর লিখিতে পারিতাম। আমাদিগের ভারতবর্ষীয় ভগিনীগণের জন্য আ-

পনারা যেরূপ পত্রিকা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে আমি অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলাম এবং এরূপ উপায়ে তাঁহাদিগের যে যথেষ্ট উপকার হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। আপনাদিগের চেষ্টা আমি অন্তরের সহিত অনুমোদন করি এবং যাহাতে সফল হয় এরূপ কামনা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমার আর কিছু দিবার ক্ষমতা নাই, কারণ আমি যে 'ইংলিস ওমান্সজার্নাল' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলাম, এখন আর তাহা স্বতন্ত্র বিদ্যমান নাই। যাহা হউক উহা নূতন প্রকাশিত এবং স্বল্পমূল্য 'আলেক্জান্দ্রা' নামে একখানি পত্রিকার সহিত একত্রিত হইয়াছে, এবং আমরা যে উদ্দেশে উহা আরম্ভ করি, ইহাতেও তাহা সফল হইবার আশা করা যায়। বিশেষতঃ ইহার মূল্য স্বল্পতর হওয়াতে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া আমাদের অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারক হইতেপারে।

আলেক্জান্দ্রার সম্পাদিকাকে আপনাদের পত্র দিয়াছি এবং পূর্ব্ব-পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার আমার উপর থাকিলে আমি যেরূপ আহ্লাদের সহিত আপনাদের সাহায্য করিতাম, তিনিও সেইরূপ করিবেন ইহা আমার বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়।

*　　*　　*

ই, জি, এলোয়ার্ট"।

২য় পত্র।　　লণ্ডন। ২৭, পেটার-নসটার রো।

১লা নবেম্বর। ১৮৬৪

"আপনার পত্র পাইয়া আমরা একান্ত উপকৃত ও পরম প্রীত হইলাম। আমাদিগের যতদূর সাধ্য আনন্দের সহিত আপনাদের সঙ্গে যোগ দিব। আমাদিগের পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রেরণ করিব এবং আপনাদিগের পত্রিকা প্রাপ্ত হইলে পরম আহ্লাদিত হইব।

আপনাদের পত্রিকার বিষয়গুলি আমাদের একটী বন্ধু পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম সংগ্রহ করিবেন, এবং আমরা মধ্যে মধ্যে তাহা আমাদের পাঠকগণের গোচর করিয়া সন্তোষ লাভ করিব; আপনারাও আমাদের লেখা লইয়া যেরূপ সৎ বিবেচনা হয় সেইরূপ করিয়া সুখী করিবেন।

আমাদিগের ভারতবর্ষের ভগিনীগণ যে সামাজিক বিদ্যালোচনার উপকারিত্ব বুঝিতেছেন, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নয়, এবং আপনারা যেরূপ পত্রিকা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিবে।

একমাত্র সত্যধর্ম্মের প্রচার দ্বারাই সামাজিক উন্নতি লাভ হইতে পারে, এবং শিক্ষাদান এই সত্য সকল বিস্তারের প্রধান উপায় বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক।

আপনাদের সঙ্কল্প সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হউক, সমুদায় অন্তঃকরণের সহিত আমাদের এই প্রার্থনা, এবং আমরা যখন যে কোন প্রকারে যাহা কিছু সাহায্য দান করিতে পারি সাধ্যসত্ত্বে তাহার ত্রুটি করিব না।

আপনারা যে কয়েকখণ্ড পত্রিকা পাঠাইয়াছেন, তাহা এখনও আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। আমাদিগের পত্রিকা পাঠাইতে এই লিপির পর ২।৩ দিন বিলম্ব হইবে এবং তাহা এত শীঘ্র পৌঁছিতে না পারে, কিন্তু বোধ করি ইহা হইতে আপনারা আশানুরূপ উপকার ও সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন।

আমাদিগের সামাজিক প্রস্তাব সকল যদিও আপনাদিগের হইতে বিভিন্ন, তথাপি তন্মধ্যে সাধারণ উপকার জনক মূল বিষয় অনেক থাকিবেক, এবং আমাদের লেখার মধ্যে সর্ব্বসাধারণের সমান প্রয়োজনীয় অনেক কথা থাকিবেক তাহারও সন্দেহ নাই। যদিও আমরা পরস্পর হইতে অনেক দূরে আছি, এবং অলংঘ্য বাধায় বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি, কিন্তু যে বিষয়ের সহিত আমাদিগের অনন্তকালের সম্বন্ধ তাহাতে আমরা একসূত্রে বদ্ধ আছি, সেই মুক্তিদাতার ক্রোড়ে একত্রিত বলিয়া তাঁহার পবিত্ররাজ্যে আত্মা সকল … করিবার জন্য যে কোন কার্য্য …য এবং যাহাতে আমাদের স্ত্রীজাতির এবং মানব মণ্ডলীর মুক্তি লাভ হয় তাহাতেই আমরা সম্মিলিত হইতে পারি।

° ° ° °

এস্, মেরিডিথ্।

আলেকজান্দ্রা ম্যাগাজিন এবং ইংলিস ওমান্‌স্ জর্নাল সম্পাদিকা।"

মহামতি ইজি এলোয়ার্ট এবং এস্ মেরিডির্থ এই দুই মান্যা মহিলাকে আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। তাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ব্ভ পত্রিকা প্রাপ্ত হইলে বামাবোধিনী বিশেষ উপকৃত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। আমরা এদেশের ভগিনীগণের গোচরার্থে তাহার সার সঙ্কলন করিব। পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যে তিনি এদেশের দুর্ভাগ্য অবলাগণকে যথার্থ মঙ্গলের পথ দর্শন করিতে, সাধুদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে এবং উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে শিক্ষা প্রদান করুন।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতাস্থ গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে, আমাদের পত্রিকা বন্টনকারী বিপদগ্রস্ত হওয়ায় অনেকে যথাসময়ে ১৬ সংখ্যক পত্রিকা প্রাপ্ত হন নাই, এজন্য তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

২৩শে পৌষ, ১৭৮৬ শক.

…, Printer, Day & Co.'s Press, 6, Tank-Square East, Calcutta.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথমভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

তারকাসহিত শশী যথা সুশোভন,
মনিসহ শোভে যথা কাঞ্চনভূষণ,
সেইরূপ রূপগুণ হলে সম্মিলিত,
চারুতায় সকলেরে করে পরাজিত।

১৮ সংখ্যা { মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা।

স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দান।

এদেশে এখন বিদ্যার যতই অনুশীলন হইতেছে, বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ধর্ম্ম যতই বিশুদ্ধ হইতেছে, লোকসকল যতই সভ্যপদবীতে উত্থান করিতেছে, ততই দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এখন এই ভারতবর্ষমধ্যে প্রায় সকল সভ্যজনপদেই অনূ্যন এক একটী বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখন কত কত স্ত্রীলোক পুস্তক রচনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে, কেহ বা স্বজাতীর উন্নতির জন্য শিক্ষয়িত্রীর গুরুভার গ্রহণ করিয়া বালিকাগণের বোধনেত্র উন্মীলন করিতেছেন, কেহ কেহ প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশ পূর্ব্বক স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির আনন্দ উপস্থিত না হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বালকদিগের বিদ্যোৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যেরূপ মধ্যে মধ্যে পুরস্কারাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে, বামাগণের শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহ দানার্থ তাদৃশ কিছুই দেখা যায় না; কেবল বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণ মধ্যে মধ্যে পুস্তকাদি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া কিছু পরিমাণে উৎসাহিত হয়। এ

ক্ষণে যাহারা প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়া বামাগণের মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন, তাহাদিগের উৎসাহ দানার্থে আমরা এই উপায় স্থির করিয়াছি যে, যে সকল স্ত্রীলোক নিম্ন লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ের অন্যতর উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, তাহাদিগকে আগামী বৈশাখ মাসে উপযুক্তরূপ পুরস্কার প্রদান করা যাইবে, এবং বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকাতে রচণা সকলও প্রকাশ করা যাইতে পারে।

পরিশেষে রচয়িত্রীগণের প্রতি নিবেদন এই যে, যেন তাঁহারা নিম্ন লিখিত নিয়ম কয়েকটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া রচনা সকল যথা স্থানে প্রেরণ করেন।

১ম। রচয়িত্রীগণের রচনার প্রমাণ না পাইলে (রচনা উৎকৃষ্ট হইলেও) তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে।

২য়। তাহাদিগের প্রমাণের সহিত এই সকল লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।—(ক) বাড়ীর কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ও শ্বশুর বাড়ীর শ্বশুর ও স্বামীর নাম, ধাম, কর্ম্মস্থান ও কর্ম্ম। (খ) ঐ সকল ব্যক্তিদিগের যদি কলিকাতায় কেহ বন্ধু বা আত্মীয় থাকে তবে তাহার নাম ও কর্ম্মস্থান। (গ) এতদ্ভিন্ন শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের নাম ও তিনি কি প্রকারে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন—এইপ্রকারে কিছু আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া যিনি যত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারিবেন, তিনি তত প্রমাণ প্রদর্শন করিবেন।

৩য়। আগামী ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট স্কুলবুক প্রেস ৪৫ সংখ্যক ভবনে আমাদের নিকট প্রেরণ করিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

৪র্থ। ৩০শে ফাল্গুনের পর আমাদের নিকট রচনা আসিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা; কারণ পরীক্ষকেরা চৈত্র মাসের মধ্যে রচনা সকল পরীক্ষা করিয়া তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ণয় করিয়া দিবেন।

৫ম। তাঁহাদের রচনা যেন শুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হয়।

পাঠিকাগণ! তোমরা সকলেই এই প্রবন্ধদ্বয় লিখিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবে।

প্রবন্ধ।

১ম। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক্ প্রচলিত হইলে কি কি উপকার হইতে পারে, ও তাহা প্রচলিত না হওয়াতেই বা কি কি অপকার হইতেছে?

২য়। কি কি কুপ্রথা ও কুসংস্কার তিরোহিত হইলে অস্মদ্দেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে?

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি চিকীর্ষু নিম্নলিখত মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
(সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপক।)

শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ মিত্র।
(কলিকাতা সাধারণ পুস্তক সংগ্রহের সম্পাদক।)

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন।
(কলিকাতা কালেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষ।)

থিওডোসিয়স্ ও কনষ্টান্সিয়া।

(১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

এদিকে থিওডোসিয়সের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। যেদিন প্রাতঃকালে তাঁহার নিমিত্তে এত তত্ত্ব তল্লাস হইতেছিল, তিনি সেই দিনই নগরের মধ্যে উল্লিখিত আশ্রমে উপস্থিত হয়েন। তথায় এই একটী নিয়ম ছিল যে আগত ব্যক্তির ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার বিষয় গোপন রাখা যাইতে পারিত। থিয়োডোসিয়স্ মঠাধ্যক্ষের নিকট সেই প্রার্থনা করিয়া কনষ্টান্সিয়ার বিষয়ে আর অনুসন্ধান করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তাপসব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যেদিন কনষ্টান্সিয়ার বিবাহের জনরব শুনিয়াছিলেন, সেই দিনই সে অন্য পাত্রের হস্তগত হইয়াছে।

প্রথম বয়সে তিনি বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছিলেন, এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের পথে নিয়োজন করিয়া জীবন সার্থক করিতে উৎসাহিত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। তিনি যাহার সহিত একবার কোন বিষয়ে কথোপকথন করেন তাহাকেই ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট করিতে পারেন বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। ঐ কনষ্টান্সিয়া এই ধর্ম্মাত্মারই নিকট আত্মপরিচয় দিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ব্যতীত আর কেহই তাঁহার নাম ধাম বা পূর্ব্বের কোন বিষয় জানিত না। প্রিয়দর্শন, আমোদাসক্ত থিওডোসিয়স্ এক্ষণে 'আর্য্য-ফ্রান্সিস্' নাম ধারণ করিয়াছেন। দীর্ঘ শ্মশ্রু, মুণ্ডিত মস্তক এবং ধর্ম্ম পরিচ্ছদে তাঁহার এক নূতন পবিত্র মূর্ত্তি হইয়াছে, পূর্ব্বকার সংসারী লোকের মত কোন ভাবই আর লক্ষিত হয় না।

একদিন আর্য্য ফ্রান্সিস্ তাঁহার নির্জ্জন পরিচয় গ্রহণ স্থলে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে কনষ্টান্সিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হাঁটুগাড়িয়া* বসিলেন এবং অতি করুণস্বরে আপনার সমুদায় অবস্থা বর্ণন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ নির্দ্দোষবাল্য

---

* মুসলমান, খৃষ্টান ও আরও কোন কোন জাতি ভজনা বা মান্যলোকের নিকট প্রার্থনা সময়ে হাঁটু গাড়িয়া বসেন।

জীবনের সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন, কিন্তু যৌবনের কথা মনে করিয়াই এককালে অশ্রুমুখী হইলেন এবং অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া থিওডোসিয়সের বিষয় আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমার অসৎ ব্যবহারে একটী ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার আর কিছুই দোষ ছিল না, কেবল আমাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, আমার যে কিরূপ প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আমার মন যে কিরূপ শেলবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা ঈশ্বর জানেন।” এই বলিয়া নীরব হইলেন, এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে হতজ্ঞান হইয়া সেই মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ঐ ধর্ম্মাত্মা সেই নির্দ্দোষী অবলার দারুণ দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে শোকে ব্যাকুলিত হইলেন; বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া এইমাত্র বলিতে পারিলেন, ‘বল, তারপর’। কনষ্টানসিয়া তাঁহার আদেশে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, এবং চক্ষের জলে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া তাঁহার নিকট হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিলেন! ফ্রান্সিস্ আর উচ্চৈঃস্বরে রোদন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শোকের জ্বালায় তিনি একপ অস্থির হইলেন যে তাঁহার আসন স্থানান্তর হইয়া পড়িল। কনষ্টান্সিয়া মনে করিতে লাগিলেন, ‘হা! আমি কি পাপীয়সী! আমার পাপের কথা শুনিয়া একটী ধর্ম্মাত্মার মন এরূপ ব্যথিত হইয়াছে।’ দারুণ আত্মগ্লানিতে তাঁহার অন্তঃকরণ মন্দ হইতে লাগিল এবং সত্বর কুমারীধর্ম্ম অবলম্বন এ পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত এবং থিওডোসিয়সের স্মরণার্থে এই একমাত্র ব্রত ভাবিয়া মনে কিছু সান্ত্বনা হইল।

ইতোমধ্যে ঐ ধর্ম্মাত্মা আপনার অন্তঃকরণকে একটু স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু যে নাম অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই নামের উল্লেখ শুনিয়া এবং যাহাকে হস্তগত মনে করিয়াছিলেন, তাহার অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠার উদাহরণ দেখিয়া পুনর্ব্বার অশ্রুপ্রবাহ বিসর্জন করিতে লাগিলেন। আপনার দুঃখ বর্ণন করিতে করিতে যখন সেই অনুতাপিতা রমণীকে মধ্যে মধ্যে শোকে স্তব্ধ হইতে দেখিলেন, তিনি এক একবার বলিতে লাগিলেন, ‘শান্ত হও, তোমার অপরাধ মার্জ্জনা হইয়াছে, যত অধিক মনে করিতেছ তোমার দোষ তত নয়, অকারণ শোকে অভিভূত হইও না।’ অতঃপর শোক সম্বরণ করিয়া আপনার আসনে স্থির হইয়া বসিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে তাঁহার দোষ ক্ষালন করিলেন। তিনি পরদিবস তাঁহাকে আসিতে বলিলেন এবং তাঁ-

হার সঙ্কল্পিত ব্রতবিষয়ে উপদেশ দিবেন বলিয়া রাখিলেন। কনষ্টাঞ্চিয়া বিদায় লইলেন।

পরদিন প্রত্যুষে ঐ রমণী ঋষির সম্মুখে গিয়া যোড়হস্তে উপবেশন করিলেন। থিওডোসিয়স্ উত্তমরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আত্মাকে দৃঢ় করিয়াছিলেন। এখন তিনি তাঁহার মনের বৃথা ভয় ও ভাবনা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন, যে ব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহার অনেক প্রশংসা করিয়া নানা প্রকারে উৎসাহ দিতে লাগিলেন এবং পবিত্র অবগুণ্ঠন* লইলে সময় সময় আরও সৎ পরামর্শ দিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের আশ্রমের যেরূপ নিয়ম তাহাতে আমি ইচ্ছামত তোমার সহিত দেখা করিতে পারিব না। কিন্তু এটি নিশ্চয় জানিও, তোমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিব এবং কেবল তাহাতেই নিশ্চিন্ত থাকিব না, লিপি দ্বারা যতপারি তোমাকে উপদেশ দিতে বিস্মৃত হইব না। তুমি যে মহৎ পথ অবলম্বন করিয়াছ, আনন্দের সহিত ইহাতে অগ্রসর হও—ত্বরায় দেখিতে পাইবে ইহাতে যেরূপ মনের শান্তি এবং অনির্ব্বচনীয় সুখ তাহা সংসার হইতে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।"

ধর্ম্মগুরু ফ্রান্সিসের উপদেশে কনষ্টাঞ্চিয়ার মন এরূপ উৎসাহিত হইল যে পরদিবসই তিনি ব্রত গ্রহণ করিলেন। দীক্ষাকার্য্য সমাপন হইলে মঠাধিকারিণীর সহিত তাঁহার গৃহে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন।

নবীন সন্ন্যাসিনী এবং আর্য্য ফ্রান্সিসে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছে মঠাধিকারিণী পূর্ব্ব রজনীতে তাহা অবগত হইয়াছিলেন; এক্ষণে ঋষির নিকট হইতে এই পত্রখানি লইয়া কনষ্টাঞ্চিয়ার হস্তে দিলেন—

"তুমি যে জীবন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ, তাহার প্রথম ফল স্বরূপ একটী আনন্দ ও শান্ত্বনা গ্রহণ কর। যে থিওডোসিয়সের মৃত্যুতে তোমার মন অভিভূত হইয়াছে, তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন। যে ধর্ম্মগুরুর নিকট আত্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছ, তিনিই এককালে তোমার থিওডোসিয়স্ ছিলেন। আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ প্রণয়াশক্তি হইয়াছিল, তাহা সফল না হইয়া নিষ্ফল হওয়াতেই আমাদিগের সুখের উন্নতি করিয়াছে। পরমেশ্বর যদিও আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন নাই, কিন্তু আমাদের চিরকল্যাণ বিধান করিয়াছেন। তোমার থিওডোসিয়সকে এখনও মৃত বলিয়া মনে কর। কিন্তু নিশ্চয় জানিও

---

* কুমারী ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অবগুণ্ঠন অর্থাৎ ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া রাখিতে হয়।

তোমার আর্য্য ফ্রান্সিস্, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে কখনই বিরত থাকিবেন না।”

কনষ্টান্সিয়া লেখকের হস্তাক্ষর এবং লেখার মর্ম্ম ঠিক্ মিলিয়াছে দেখিলেন এবং তখন আশ্চর্য্য হইয়া এক এক করিয়া সেই ধর্ম্মগুরুর স্বর, ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার একান্ত সমদুঃখিতা স্মরণ করিয়া সর্ব্বাংশে তাঁহাকে থিওডোসিয়স্ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। কিয়ৎক্ষণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বলিলেন, ‘থিওডোসিয়স্ জীবিত আছেন এই আমার যথেষ্ট। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকি এখন স্বচ্ছন্দে থাকিব এবং নিরুদ্বেগে জীবন পরিত্যাগ করিব।’

অতঃপর সেই তাপস কনষ্টান্সিয়াকে যে সকল পত্র পাঠাইয়াছিলেন, অদ্যাবধি সে সকল তাঁহার বাসস্থান মঠে রহিয়াছে। ধর্ম্মার্থী যুবক যুবতীকে সংপ্রতিজ্ঞা ও ধর্ম্মভাবে উৎসাহিত করিবার জন্য তাহা পঠিত হইয়া থাকে। কনষ্টান্সিয়া আশ্রমে ১০ বৎসর থাকিলে পর সেখানে ভয়ানক জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া অনেকের মৃত্যু হইল, থিওডোসিয়স ও সেই সঙ্গে পরলোক যাত্রা করিলেন। তিনি মৃত্যু শয্যায় অতি করুণভাবে কনষ্টান্সিয়ার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিলেন। কনষ্টান্সিয়াও তৎকালে জ্বরবিকারে অজ্ঞান অভিভূত ছিলেন। এরূপ রোগে মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে একবার চেতনা হয়। সেই সময়ে চিকিৎসকেরা যখন আশা ছাড়িতে বলিলেন, মঠাধিকারিণী তাঁহাকে জানাইলেন, যে থিওডোসিয়স্ এইমাত্র তাঁহার অগ্রসর হইলেন, এবং তাঁহাকে অন্তিমকালের আশীর্ব্বাদ দিয়া গিয়াছেন। কনষ্টান্সিয়া আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন এবং মিনতি পুর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ‘আমি আর কিছু অন্যায় প্রার্থনা করিব না, থিওডোসিয়সের পার্শ্বে যেন আমার কবর হয়। মৃত্যুর পরে আর ব্রত ভঙ্গের দোষ হইতে পারেনা। আমার এই প্রার্থনাটীর যেন অন্যথা না হয়।’ তিনি কিছুক্ষণ পরেই লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রার্থনামত সমাধি লাভ করিলেন।

ইহাদিগের কবর অদ্যাপি দেখা যায় এবং তাহার উপর লাটিন ভাষায় এই কথাটি লেখা আছে,—

“আর্য্য ফ্রান্সিস্ এবং ভগিনী কনষ্টান্সিয়ার সমাধি স্থান এই। ইঁহারা যতদিন জীবিত ছিলেন প্রীতিসূত্রে বদ্ধ ছিলেন এবং মৃত্যুর পরেও পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েন নাই।”

দেশাচার।

বিবাহপ্রণালী।

২য়—বার্দ্ধক্যবিবাহ।

এতদ্দেশে বাল্যবিবাহ দ্বারা যে সকল ভয়ানক অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাহা গতবারে এক প্রকার সংক্ষেপে উল্লেখ করা গিয়াছে, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক বার্দ্ধক্য বিবাহের বিষয় লেখা যাইতেছে। বাল্য বিবাহ যেমন নিন্দনীয়, বার্দ্ধক্য বিবাহও তদ্রূপ গর্হিত। বাল্য বিবাহ দ্বারা যেমন নানা প্রকার অপকার হইতেছে, বার্দ্ধক্য বিবাহদ্বারাও তাহা অপেক্ষা অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এদেশে যে অধিক পরিমাণে অল্পায়ু, দুর্ব্বলতা, রুগ্নতা, বন্ধ্যতা, ও বৈধব্য প্রভৃতি দৃষ্ট হয় বার্দ্ধক্য বিবাহও তাহার একটী প্রধান কারণ। যেমন পুরাতন বীজ বপন করিলে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, অথবা যদিও বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা সতেজ ও সারবান্ হয় না সেইরূপ বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিলে প্রায় সন্তান জন্মে না, কিম্বা যদিও সন্তান জন্মে সে সন্তান সবল ও দীর্ঘজীবী হয় না। অপিচ সেই সন্তান রুগ্ন হইয়া যাবজ্জীবন অতিশয় কষ্টভোগ করে, এবং পরিশেষে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয় এবং অত্যাচারী পিতা মাতাকে অকূল শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়।

বার্দ্ধক্য বিবাহের সহিত আর একটী গুরুতর দোষ এই যে, এদেশে প্রায় সচরাচর অল্পবয়স্কা বালিকার অধিকবয়স্ক পুরুষের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। এমন কি কেহ কেহ স্বীয় পঞ্চমবর্ষীয়া দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে অশীতিবর্ষবয়স্ক অথর্ব্ব বৃদ্ধের হস্তে সম্প্রদান করে। তাহা দ্বারা যে কি প্রকার ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হয় তাহা বলিয়া উঠা যায় না। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা নিরপত্যতা, বৈধব্য, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনৈক্য প্রভৃতি অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এই প্রকার বয়সের ন্যূনাতিরেক থাকাতে উভয়ের মনোগত ভাবেরও অতিশয় তারতম্য হয়; সুতরাং তাহাদের পরস্পর ঐক্য ও যথার্থ সদ্ভাব হয় না। এজন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিবাদ কলহ করিয়া অসুখে কাল যাপন করিতে হয়। এরূপও হইতে পারে যে হয়ত ঐ অভাগা বালিকা যৌবনাবস্থায় উপস্থিত না হইতে হইতে তাহার জরাগ্রস্ত পতি মৃত্যু শয্যায় শয়ন করে এবং স্বীয় অনাথা স্ত্রীকে অপার দুঃখনীরে ভাসাইয়া যায়। আহা! তখন ঐ অসহায় অবলার কি ভয়ানক দুঃখের অবস্থা উপস্থিত হয় তখন তার দুঃখের অবধি থাকে না। তাহা স্মরণ করিলেও অশ্রুপাত হয়, তখন ঐ কন্যা

শোকে হাহাকার করতঃ নির্দ্দয় পিতা মাতাকে সতত তিরস্কার করিতে থাকে। অপিচ তরুণবয়স্কা বিলাসিনী বালিকা আপনার স্থবিরাবস্থ প্রাচীন স্বামীর সহবাসে কখনই মনের সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে পারে না এবং আপনার সকল কামনা চরিতার্থ করিতেও সমর্থ হয় না; অথবা যখন তাহারা উভয়ই পরস্পর বিভিন্ন পথাবলম্বী হইল তখন তাহাদের পরস্পর যথার্থ দাম্পত্যপ্রণয় কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? একজন আপনার মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া পরকালের সদ্গতির উপায় চিন্তা করিতেছে, আর একজন আপনার যৌবনমদে গর্ব্বিত হইয়া নানাবিধ ভোগ্যসামগ্রীর আয়োজন চেষ্টা করিতেছে। একজন কিসে আমার পরকালের ভাল হয়, এই চিন্তা করিতেছে, আর একজন কিসে আমার ভাল অলঙ্কার সকল প্রস্তুত হয় এই ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের পরস্পরকে একতাসূত্রে বদ্ধ করা আর আলোক ও অন্ধকারকে একস্থানে রাখা উভয়ই সমান।

অপিচ শারীরবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, পিতামাতার সন্তানোৎপাদিকাশক্তির ন্যূনাধিক্য বশতঃ যথাক্রমে পুত্র ও কন্যা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি সন্তানোৎপাদন কালে স্ত্রীর সন্তানোৎপাদিকাশক্তি প্রবল হয়, তবে সেবার কন্যা হইবে এবং যদি পুরুষের-তৎশক্তি অধিক হয় তবে পুত্র জন্মিবে, এবং যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে একজনের ঐ শক্তির অভাব হয়, তবে তাহারা চিরকাল নিঃসন্তান হইবে। উক্ত পণ্ডিতদিগের এই মত নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অনেক স্থানে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। মনুষ্যের যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইলে অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থার উপক্রম হইলে প্রায় সকলের পরমায়ুর সঙ্গে সঙ্গে সন্তানোৎপাদিকাশক্তিও ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে, এবং কাহারও বা এককালে লুপ্ত হইয়া যায়, তজ্জন্য সচরাচর দেখা যায় যে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলে প্রায় সন্তান জন্মে না, অথবা যে সকল সন্তান জন্মে তাহার অধিকাংশই কন্যা হইয়া থাকে। এইরূপে এতদ্দেশীয় কত কত ব্যক্তি বৃদ্ধকালে বিবাহ করিয়া কন্যার সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেছে, এবং কেহ কেহ বন্ধ্য ও নিরপত্য হইয়া নিরন্তর পুত্রকামনা করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীতে সমসংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ জাতি সৃষ্ট হইয়াছে তবে যে কোন কোন স্থানে স্ত্রী ও পুরুষের ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়, তাহা কেবল বিভিন্নবয়স্ক স্ত্রীপুরুষের বিবাহ

দ্বারা সংঘটিত হয়। অতএব বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে, স্ত্রী পুরুষের বয়সের অতিশয় ন্যূনাধিক্য হওয়া উচিত নহে, এবং বাল্য ও বৃদ্ধকালে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে; অর্থাৎ সকলের পরস্পর প্রায় সমবয়সেই ও যৌবনকালে বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বৃদ্ধবয়সে সন্তানোৎপাদন করিলে সে সন্তান যাবজ্জীবন রুগ্ন হইয়া সময় যাপন করে, তাহার কারণ এই যে, পিতা মাতার শারীরিক যে সকল গুণ থাকে তাহাদিগের সন্তানগণেরও সেই সকল গুণ বর্ত্তে; অর্থাৎ যদি পিতা মাতা কায়িক বলবান, পরিশ্রমী ও নীরোগ হয়, তবে তাহাদিগের পুত্র ও কন্যাগণও শারীরিক সবল, শ্রমক্ষম ও সুস্থ হয়, এবং যদি জনক জননী দুর্ব্বল, কৃশ ও রুগ্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সন্তান সকলও হীনবল, কৃশাঙ্গ ও সর্ব্বদা পীড়িত হয়। এদেশের যে অনেক অল্পবয়স্ক ব্যক্তিকে শ্বাস, কাশ ও উন্মাদ প্রভৃতি পৈতৃকরোগের উত্তরাধিকারী হইতে দৃষ্টি করা যায়, অনুধাবন করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট বোধ হইবে যে তাহা কেবল, রোগগ্রস্ত ও জরাপন্ন পিতা মাতার বিবাহরূপ দুষ্কর্ম্মবৃক্ষের ফল। অতএব স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, যেমন আমাদের দেশ হইতে বার্দ্ধক্য বিবাহকে নির্ম্মূল করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ এমত একটী নিয়ম করা উচিত যে, কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সর্ব্বপ্রকার রোগশূন্য না হইলে, তিনি কদাপি বিবাহ করিতে পারিবেন না; তাহা হইলে কথঞ্চিৎ এই সকল গুরুতর অনিষ্টের আপাততঃ নিবারণ হইতে পারে।

মেরুসন্নিহিত দেশ সকলের বিবরণ।

পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তকে সুমেরু ও কুমেরু বলে। এখানে বারমাসই প্রায় শীতের প্রাদুর্ভাব, আর আর ঋতু অতি অল্পকাল থাকে। এখানে দিবারাত্রি আমাদের দেশের মত নয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কখন ১ঘণ্টা মাত্র দিন, কখন ১ঘণ্টা মাত্র রাত্রি; কখন কখন দিনের সহিত সাক্ষাৎ নাই, কয়েক মাস কেবল রাত্রিই চলিতেছে; কখন কখন মূলে রাত্রি নাই ক্রমাগত কয়েকমাস দিবস রাজত্ব করিতেছে। এই আশ্চর্য্য ঘটনা অবগত হইতে কাহার না কৌতুহল হয়?

সূর্য্য প্রায় চিরকালই পৃথিবীর বিষুবরেখার * সম্মুখে থাকে। পৃথিবীর গতি দ্বারা যখন তাহার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হয়, তখন

* বা, বো, * ৳ সংখ্যা দেখ।

মেরু সন্নিহিত দেশে তাহার কিরণ অনেক সরলভাবে পড়াতে সেখানে গ্রীষ্মকাল হয়। এসময়ে সূর্য্য আর সেখানে অস্ত যায় না—পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে, আবার পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে এইরূপ ক্রমাগত যাতায়াত করে। যদিও পৃথিবীর সে অংশ ২৪ ঘন্টায় একবার আপনা আপনি ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহা সূর্য্যের সম্মুখেই থাকে। যেমন অগ্নির নিকট কোন বস্তু রাখিলে তাহা ক্রমশঃ অধিক উষ্ণ হয়; ক্রমাগত সূর্য্যের কিরণ পাইয়া হিমমণ্ডলও সেইরূপ উত্তপ্ত হইতে থাকে। অনন্তর বহুকাল-সঞ্চিত কঠিন বরফ রাশি দ্রব হইয়া ভূমি উর্ব্বরা হয় এবং নানাবিধ তৃণ পুষ্প উৎপন্ন হইতে থাকে।

অল্পকালেই গ্রীষ্মের ভোগ অবসান হয়। মেরুস্থিত দেশ সকল সূর্য্য হইতে যত অন্তর হইতে থাকে, ততই তাহাকে ক্রমশঃ আকাশের নীচে নামিয়া পড়িতে দেখা যায়; ততই তাহার কিরণ অধিক বক্ররেখায় পতিত হওয়াতে আলোক ও উত্তাপের হ্রাস হইতে থাকে। কিছুদিন অনবরত গোলাকার পথে সূর্য্যকে ঘুরিতে দেখা যায়; কিন্তু ক্রমে সূর্য্য এতদূরে গিয়া পড়ে যে তাহাকে আকাশের সীমামাত্র স্পর্শ করিতে দেখা যায়। কিছুদিন এইরূপে ঘুরিয়া সূর্য্য একবার অস্তযায়, কিন্তু কিয়ৎক্ষণের পর আবার উদয় হয়. ইহাতেই রাত্রির সঞ্চার হইতে থাকে। ক্রমশঃ অস্ত ও উদয়ের মধ্যে সময় বেশী যায় এবং রাত্রির পরিমাণ বাড়িতে থাকে। পরে সূর্য্য যখন আরও নামিয়া ঠিক বিষুব রেখার সম্মুখে আইসে তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন রাত্রি সমান হয়। হিমমণ্ডলে ইহার পর হইতেই শীতের অধিক প্রাদুর্ভাব হয়।

দিন রাত্রি সমান না হইতে হইতেই এখানে শীতের সঞ্চার হয়। শ্রাবণমাসে বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়; আশ্বিন ম াসেইহা মির উপর ১॥ হস্ত প্রমাণ জমে। ভূমি ও বায়ুর মত সমুদ্র শীঘ্র শীতল হয় না; উপরের কতক জল যেমন শীতল হয় তাহা নীচে যায় এবং নীচে উষ্ণতর জল উপরে উঠে। ইহাতে সমুদ্র হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উঠিতে থাকে এবং তাহা শীতল বাতাসে ঘন হইয়া গাঢ় কোয়াসায় দিক সকল অন্ধকার করিয়া রাখে। সূর্য্য যত দূরে যায় শীত ততই অধিক হয়, ভূমি সকল তত রাশি রাশি বরফে আচ্ছাদিত হইয়া কঠিন ও শ্বেতবর্ণ হয়, এবং সমুদ্রের উপর ক্রমাগত মেঘ ও কোয়াসা ঘন হইতে থাকে। অবশেষে জলরাশি শীতল হইয়া বরফ হয় এবং ইহা জল অপেক্ষা লঘু বলিয়া উপরে ভাসিতে থাকে। সমুদ্র একবার হিমশিলায় আবৃত

হইলে নীচের জল আর অধিক শীতল হইতে পারেনা, জলজন্তু সকল সুখে বাস করিয়া ঈশ্বরের করুণার পরিচয় দেয়। তখন বাষ্পও আর উঠিতে পারেনা, যাহা উঠিয়া কোয়াসা ও মেঘ হইয়াছিল তাহা বরফ হইয়া পড়ে এবং আকাশ ও বায়ু পরিষ্কার হয়।

শীতকাল বেশী হইলে দিন ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত ছোট হইয়া যায়। অবশেষে মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য হয়ত কয় মুহূর্ত্তের জন্য উদয় হয়; ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আর দেখা নাই। ক্রমে এককালে অদৃশ্য হয় এবং সন্ধ্যা ও প্রভাতের ন্যায় তাহার অস্পষ্ট আলোকমাত্র প্রেরণ করে। কিছুদিন পরে সে আলোকও যায়, ক্রমাগত রাত্রি বিরাজ করিতে থাকে; এই সময়ে শীত ভয়ঙ্কর হয়। সমুদ্রের জল ৪। ৫ হস্ত নামিয়া কঠিন বরফ হয়, স্থল এবং জল কিছুই পৃথক্ জানা যায় না। প্রবল ঝটিকা ও তরঙ্গাঘাতে বরফরাশি কখন কখন ছিন্ন হয়, কিন্তু আবার যেমন তেমন মিলিয়া যায়। ঘোরতর শীতকালে মেরু সন্নিহিত দেশ সকলের যেরূপ ভয়ানক দৃশ্য তাহা মনেতেও কল্পনা করা যায় না। দিনের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অবিশ্রান্ত রাত্রি চলিতেছে; একটী তৃণপত্রেরও সহিত সাক্ষাৎ নাই, চারিদিক্ যতদূর দৃষ্টিপাত করা যায় শ্বেতবর্ণ বরফে আচ্ছন্ন, শীতের প্রভাবে ফুটন্ত জল নিমেষে জমিয়া যায় এবং নিদ্রাকালে নিঃশ্বাসের সহিত যে বাষ্প বহির্গত হয় তাহা শয্যা এবং গাত্রের উপর বরফ হইয়া থাকে। পারদ জমিয়া সীসার মত হয়। শরীরের আবরণ একটু মাত্র খুলিলে শীত এমনি লাগে, যেন কোন ভয়ঙ্কর জন্তু আসিয়া দংশন করিতেছে। কুকুরেরা কোন ধাতুপাত্রে খাদ্যদ্রব্য চাটিতে চাটিতে জিহ্বা বরফে এমনি আঁটিয়া যায় যে সহজে কোনক্রমে ছাড়ান যায় না, তাহাদিগকে পাত্র সকল মুখে করিয়া বেড়াইতে হয়। এরূপ স্থলেও ঈশ্বরের করুণা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। জন্তু সকলের আপাদ মস্তক গাঢ় লোমে আবৃত হয়, মনুষ্যেরাও চর্ম্মাদি দ্বারা পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া শরীর উষ্ণ রাখে। যেমন সূর্য্যের আলোক নাই সেইরূপ চন্দ্রেরও নক্ষত্র সকলের আলোক এসময়ে অতি উজ্জ্বল হয় এবং এক প্রকার তারকামণ্ডল দেখাদেয় তাহার আভায় সুস্নিগ্ধ দিবস ভোগ করা যায়।

শীতের অবসান হইলে সূর্য্য অল্পে অল্পে আকাশের নিম্ন ভাগে আসিতে থাকে। প্রথম প্রথম মধ্যাহ্ন সময়ে একবার করিয়া তাহার আলোকটা দেখা যায় ক্রমে তাহা বেশী উজ্জ্বল হইয়া অনেকক্ষণ থাকে। বহু কালের পর সূর্য্যকে পুনর্ব্বার দেখি

বার জন্য লোক সকল অতুল আনন্দে নৃত্য করে। তৎপরে প্রথম দিবস তাহার রক্তবর্ণ এক কণামাত্র মুহূর্ত্তকের জন্য উঁকি মারিয়া অস্ত যায়। ক্রমে কিছু কিছু করিয়া সমস্ত মণ্ডলটি দৃশ্যমান হয়। দুই তিন মাসের মধ্যে নিয়মিত উদয়াস্ত হয় এবং এক ঘণ্টাকাল দিবস পাওয়া যায়। আর ২।৩ মাসের মধ্যে দিন বড় হইয়া গ্রীষ্মকাল হয় তখন সূর্য্য আর অস্ত যাইতে চাহে না, ক্রমাগত প্রখর কিরণ বর্ষণ করিয়া ভূমি সমুদ্র উত্তপ্ত করিয়া থাকে। প্রথমে সমুদ্রতীরের বরফ গলিয়া জল রাশিকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়, সবুজ জল দৃষ্টিগোচর হয়। পরে ভূমির বরফ গলিয়া বদ্ধ নদী সকল স্রোতস্বতী হয়। শীতকালের শীতে ৪।৫ হস্ত জল কঠিন বরফ হয়, আর তাহার উপরে ১।১॥০ হস্ত বরফ জমাট থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এত উত্তাপ হয় যে তাহাতে ৮।৯ হস্ত বরফ রাশি গলাইয়া ফেলিতে পারে। অতএব এসময় পৃথিবী উর্ব্বরা ও হরিৎবর্ণ তৃণাদিতে সুশোভিত হইয়া পরম মনোরম বেশ ধারণ করে; আবার যদবধি শীতের প্রাদুর্ভাব না হয় জীবজন্তু সকলও মহানন্দে কেলী করিতে থাকে।

প্রভাত বর্ণন।

রজনী প্রভাতে, ভাস্বর প্রভাতে,
পৃথিবী আলোকময়;
কিবা দিবাকর, হয়ে তীক্ষকর,
ক্রমে হইতেছে উদয়।
নক্ষত্রনিকর, আর নিশাকর,
হইতেছে অস্তমিত;
অতি গাঢ়তম, হইতেছে তমঃ,
ক্রমে ক্রমে দূরীকৃত।
কুসুমসকলি, ফুটিল সকলি
আমোদিত উপবন;
যত অলিকুল, হয়ে হর্ষাকুল,
করে সবে বিচরণ।
কিবা উপবনে, শীতল পবনে,
সঞ্চালিত তরুগণ;
কুজ্ঝটি মণ্ডল, অবনীমণ্ডল,
ক্রমে করে আচ্ছাদন।
তুষারশীকর,* অতি সুখকর,
হয়ে শরীর জুড়ায়;
বিহঙ্গমগণ, আনন্দে মগন,
হইয়া সুস্বরে গায়।
হৃষ্টকলেবর, হয়ে পিকবর,
গায় সুমধুর স্বরে;
যতেক গোপাল, লইয়া গোপাল,
গোষ্ঠেতে গমন করে।
রবিকে উদিত, দেখিয়া মুদিত,
নলিনী প্রফুল্ল হয়;
যত ভৃঙ্গদলে, আসি শতদলে,
আমোদেতে মধু খায়।

---

* জলকনা।

শুক মঞ্জুভাষী,† আনন্দেতে ভাসি,
গান করিতেছে সব;
কুক্কুট নিচয়, প্রভাত নিশ্চয়,
জানিয়া করিছে রব।
ভূচর, খেচর, আদি চরাচর,
যাঁর নাম,গায় সবে;
যুড়ি দুইকর, নমস্কার কর,
বামাগণ! তাঁরে এবে।

নূতন সংবাদ।

১ম। সম্প্রতি এইরূপ জনরব উঠিয়াছে যে, এই পৃথিবীতে একটী ধুমকেতুর উদয় হইবে। ইহা পৃথিবীর কক্ষার এত নিকট দিয়া গমন করিবে যে, তাহার আকর্ষণে পৃথিবী তাহাতে সংলগ্ন হইবার সম্ভাবনা। উহা দ্বারা মনুষ্য সকল একবারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে।

২য়।—টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইয়ে সূত্র প্রস্তুত করিবার এক কল হইতেছে। এ নিমিত্ত এক জাইন্টষ্টক কোম্পানি হইবেন। বস্ত্রের কল হইলে আরও ভাল হয়।

৩য়।—আলোয়ারের রাজা সম্প্রতি আগরাস্থিত বিক্টোরিয়া কালেজের সাহায্যার্থ মাসে মাসে ৭৫টাকা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। বিদ্যাবিষয়ে রাজার বিশেষ অনুরাগ আছে। আলোয়ারস্থিত প্রধান বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০০ ছাত্র হইয়াছে। ইহারা সকলেই প্রায় সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান, অনেক পল্লীগ্রামে বিদ্যালয় হইয়াছে ও হইতেছে। রাজার এই কার্য্যগুলি অধিকতর প্রশংসনীয়।

যদি আমাদের দেশের ধনি-বাবুরা অসদ্ বিষয়ে অর্থ ব্যয় না করিয়া এইরূপ সৎকর্ম্মে অর্থ ব্যয় করেন তাহা হইলে অচিরে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

৪র্থ।—গত ২০ শে আশ্বিন যে ভয়ানক ঝড় হয়, ঐ বাত্যা পীড়িত লোকদিগের সহায়তার জন্য এপর্য্যন্ত ৩,৭১,৪৪৭৶১৪ চাঁদা উঠিয়াছে।

৫ম।—বৃহৎ ঝড় দ্বারা মারীভয় নিবারণ হইবার সম্ভাবনা,কিন্তু ঝড়ের পর অবধি নানাপ্রকার পীড়ার আতিশয্য হইয়াছে। জ্বর বিকারের ত কথাই নাই। ইহার উপর ওলাউঠা ও অকালে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৬ষ্ঠ।—"শ্রীযুক্ত লেপ্‌টনন্ট গবর্ণর বাহাদুর এই শীত ঋতুর প্রারম্ভেই আলিগড় নামক স্থলে উপস্থিত হইয়া২৮শে নবেম্বর তারিখে সেখানকার বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে যাইয়া বালিকার সংখ্যা এবং শিক্ষাপ্রণালী সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তোষ প্রদর্শন করেন। তাঁহার সঙ্গে এতদ্দেশীয় বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত টি, বি, ক্যান সাহেব ছিলেন। ইনি হিন্দিভাষায় একটী বর্ক্তৃতা করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে " এই স্থা-

† মিষ্টভাষী।

নের ভদ্রলোকেরা আপন আপন কন্যাকে শিক্ষার্থ রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্‌টনন্ট গবর্ণর সাহেব অতিশয় তুষ্ট হইয়াছেন, এবং এইরূপ উৎসাহের সহিত এই বিদ্যালয়ের সমুন্নতি হইলে তাঁহার সন্তোষের পরিসীমা থাকিবেনা। আলিগড়ের বুলন্দসহরের এবং মিরটের বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরেরা প্রত্যেকে দুই দুই শত টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন, কেন না; ইহাদিগের যত্নাতিশয়ে ইহাদিগের আপন আপন অধিকারে অনেক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।„

৭ম।—"খাঁটুরা নামক গ্রামের এক ক্রোশ পশ্চিমে ইছাপুর গ্রামে ইতিপূর্ব্বে বালকদিগের শিক্ষার্থ কোন প্রকার একটীও পাঠশালা ছিল না সম্প্রতি অল্প দিবস হইল উক্ত গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত বাবু সুরনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ যত্নে একটী গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে।„

৮ম।—"বিগত ২০ শে পৌষ গবর্ণমেন্টের উদ্ভিদ উদ্যানে এক সকের বাজার হইয়াছিল। কলিকাতার বিস্তর সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় স্ত্রীলোক অনেক দ্রব্য বিক্রয় করেন। তাহাতে যাহা লাভ হয়, তাহা প্রতি বৎসর কোন দাতব্যালয়ের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা যদি শিল্পজ বস্তু প্রস্তুত করিয়া সদ্বিষয়ের জন্য ব্যয় করেন, তাহা হইলে সমাজের এক বিশেষ উপকার হয়।"

৯ম।—"ইংলণ্ডে একটী বালিকা একখানি পিষ্টতকের সহিত একটী বোলতা আহার করিয়াছিল। কয়েক ঘটিকার মধ্যে তাহার অঙ্গ স্ফীত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।"

১০ম।—উনবিংশ বর্ষীয়া ধর্ম্মশীলা কপ্টির রাজতনয়া দুর্ভিক্ষ প্রপিড়ীত ব্যক্তিদিগের বিপদোদ্ধারের নিমিত্ত সমুদায় বহুমূল্য অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়াছিলেন। ইনিই স্ত্রীজাতীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য।

বামাগণের রচনা।

প্রার্থনা।

পাপেতে পতিতহয়ে কাহারে জানাই
তোমা বিনা ওহে নাথ গতিআর নাই।
জন্মাবধি যত পাপ করিয়াছি আমি,
অজ্ঞাত নাহিক কিছু ওহে অন্তর্যামী।
কত পাপ করিয়াছি সঙ্খ্যানাহি তার,
সদসৎ বোধ কিছু নাহিক আমার।
অধিনী পাপের লাগি করিছে রোদন,
কৃপাকণা বিতরিয়ে করহ গ্রহণ।
এইরূপ শুভমতি দেহ কৃপাময়,
সর্ব্বদাই মন যেন সৎপথে রয়।
পরনিন্দা পরপীড়া করি বিসর্জ্জন,
সর্ব্বদাই থাকে যেন পরহিতে মন।

পরের সুখেতে মন নাহয় কাতর,
পরদুঃখে দুঃখী যেন হই নিরন্তর।
অন্ধ খঞ্জ মূক আদি দেখি দুঃখিজনে,
উথলিয়া উঠে যেন শোক-সিন্ধু মনে।
তাহাদের দুঃখ সদা করিতে মোচন,
চেষ্টা যেন ক্ষান্ত নাহি হয় কদাচন।
সকলেই তব পুত্র ভাবি অহরহ,
সদ্ভাব করিহে যেন সকলের সহ।
অধর্ম্মের পথহতে কর মোরে ত্রাণ,
সর্ব্বদাই করি যেন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
এইকৃপা করনাথ এদাসীর প্রতি,
তোমার চরণে সদা থাকে যেন মতি।
হৃদয় মাঝেতে মোর থাক নিরন্তর,
অন্তর হইতে যেন নাহও অন্তর।
ব্রহ্মানন্দরসে যেন পূর্ণহয় মন,
যাহতে পাইব সুখ যাবত্ জীবন:
অচির আমোদে মন হয়ে বিমোহিত,
চিরধনে যেন পিতা নাহই বঞ্চিত।
ধন মান সুখআদি কিছুনাহি চাই,
এইকৃপা কর যাতে তোমারে হেপাই।
একেত অবলা তায় নাহি কিছু জ্ঞান,
কেমনে পাইব নাথ নাজানি সন্ধান।
কিন্তু এই আশা সদা আছে মম মনে,
পাপী তাপী সকলেরে লইবে যতনে।
ওহে দীননাথ তুমি পতিত পাবন,
এদীনার ভরসা হে তোমারি চরণ।

সম্পাদক মহাশয়! ঔদার্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া আমার এই রচনাটী বামাবোধিনীতে স্থান দান করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

শ্রীমতী ক্ষীরোদা মিত্র।
সাং কলিকাতা নিমতলা।

মান্যবর
শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

কোথা হে করুণাময় জগতের পতি,
তোমা বিনা অবলার আরনাহি গতি
তুমি যদি কর কৃপা অধিনীর প্রতি,
তাহলে হইতে পারে এদিনার গতি।
সংসারের সুখ যত সকলি অসার,
তব কৃপা বিনা প্রভু গতি নাহি আর
অভাগিনী জনে কৃপা নাকরিলে পরে
কেমনে তরিব নাথ এভব সাগরে।
একেত অবলা বালা তাহে জ্ঞানহিন
তোমার চরণ ভুলে আছি চিরদিন।
কৃপা করে তব পদে দেহ যদি স্থান,
তাহলে এঅধিনীর হতো পরিত্রাণ
আমিহে অবলা বালা পরাধিনা নারী
তোমার অসীম গুণ কহিতে নাপারি
তোমার মহিমাওহে কহিতে যেপারে
এমন মানব কোথা দেখিনে সংসারে
একেত অবলা আমি তাহে মূঢ়মতি,
কিসাধ্য বলিব নাথ তোমার শকতি।
তাহাতে আবার আমি দুর্ব্বল অবলা
বলিতে নাপারি নাথ তব লীলাখেলা
তোমার কাছেতে প্রভু করি এইস্তুতি
তব পদে যেন ওহে থাকে মম মতি।
যখন শমন আসি করিবে বন্ধন,
সেদিনেতে তুমিএসে কর বিমোচন।

শ্রীমতীমধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়
সাং রাঁড়িপাড়া
১৬ই পৌষ। ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গো (কৃষ্ণনগর)
শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত ঐ
শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যো ঐ
শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত ঐ
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ২৪ খানার ২।৵৹

শ্রীরাধানাথ অধিকারী (বোদা)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ৮৵৹

শ্রীস্বরূপচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।৹

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গো (কৃষ্ণনগর)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।৹

শ্রীহরিহর সান্যাল* (কলিকাতা)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।৹

শ্রীচণ্ডী চরণ সিংহ† (হাবড়া)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।৹

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় (হাবড়া)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।৹

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু (হাবড়া)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৮৵৹

শ্রীউদয়কৃষ্ণ দত্ত* (নিবাধই)
১৭৮৬ শকের ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।৹

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু (নিবাধই)
১৭৮৬ শকের ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।৹

শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (নিবাধই)
১৭৮৬ শকের ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।৹

* ।১৹ আনা গচ্ছিত রহিল।
† ছয় আনা গচ্ছিত রহিল।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, এমাস হইতে আমাদিগের পুর্ব্ব কার্য্যালয়ে পত্রাদি না পাঠাইয়া নিম্ন লিখিত স্থানে প্রেরণ করিলে আমারা প্রাপ্ত হইব।——

কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৪৫ নং স্কুলবুক প্রেস।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত যাহাদিগের বামাবোধিনী পাঠান হইতেছিল, এখন হইতে তাহা আর পাঠান হইবে না, কারণ কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর সহিত বামাবোধিনী পাঠান ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। একণে তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন যে এ বৎসরের নিমিত্ত ৶৹ আনা ডাকমাসুল প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন।

* ছয় আনা গচ্ছিত রহিল।

☞ ১ মাঘ। ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে শ্রীকালীচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথমভাগ--দ্বিতীয় খণ্ড।

সংসার কাননে নর দৃঢ় তরুবর,
কোমল লতিকা নারী শোভার আকর;
আশ্রয় আশ্রিত দোঁহে বিধির সৃজন,
উভয়ে উভয়সুখ করিবে বর্দ্ধন।

১৯ সংখ্যা। { ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা।

নারী চরিত।

সারামার্টিন।

(২৪১ পৃষ্ঠার পর)

কারাবাসিগণের উন্নতি বিধানার্থে সারামার্টিন যে কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা সম্যক রূপে বর্ণন করিতে গেলে উপাখ্যানটী সুদীর্ঘ হইয়া উঠে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি কারাবাসিগণের নিমিত্ত প্রতি রবিবারের প্রাতে ঈশ্বরোপাসনা প্রথা প্রতিষ্ঠা করেন; ঐ উপাসনাকালে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন এবং সকলের সহিত মিলিত হইয়া সমস্বরে ঈশ্বরের স্তোত্র আবৃত্তি ও স্বরচিত ধর্ম্ম বিষয়ক এক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। তিনি অতি সুস্পষ্টরূপে মৃদু মধুরস্বরে প্রবন্ধটী পাঠ করিতেন, শ্রোতা উপাসকগণ তাহা আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিত। তিনি এক্ষণে প্রতিদিন ছয় সাত ঘণ্টা কাল কারাবাসিগণের হিত সাধনার্থে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, যখন স্বয়ং কারাগার মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন তখন সকলকে লেখাপড়া করিবার জন্য উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাহাদিগকে পরস্পরের সাহায্য দ্বারা শিক্ষা করিতে বলিতেন। যাহারা লিখিতে শিখিয়াছিল তাহাদিগকে এক একখান পুস্তক দিতেন তাহারা তাহা দেখিয়া অনেক বিষয় লিখিয়া লইত এবং যাহারা পুস্তকাদি পাঠ করিতে অপা-

রগ ছিল তাহারা ধর্ম্ম পুস্তক হইতে আপন আপন ইচ্ছা ও ক্ষমতানুসারে পদ্য সকল কণ্ঠস্থ করিত। সারা আপনিও প্রতিদিন কয়েকটী পদ্য মুখস্থ করিয়া সকলকে শুনাইতেন, এবং তাহাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ উপদেষ্ট্রীকে মুখস্থ করিতে দেখিয়া কেহই পদ্য মুখস্থ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিতনা। প্রথমে অনেকে পদ্য মুখস্থ করিবার সময় বলিত পদ্য মুখস্থ করিয়া কোন ফল হইবেক না, তাহাতে সারা উত্তর করিতেন আমি মুখস্থ করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমরা মুখস্থ না করিয়া বলিতেছ ফল হইবেকনা অতএব কাহার কথা প্রামাণ্য? শিশুদিগের পাঠোপযোগী কয়েক খান ক্ষুদ্র পুস্তক এবং তদ্ভিন্ন চার পাঁচ খান বড় পুস্তক ছিল তাহা সকলে পড়িতে অত্যন্ত ভাল বাসিত, সেই পুস্তকগুলি সকলকেই এক এক দিন করিয়া পড়িতে দেওয়া হইত।

যেস্থান এক সময়ে কেবল আলস্য ও দারিদ্র্যের আলয় ছিল, সারামাটিনের নিরতিশয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে তাহা পরিশ্রম ও শান্তির নিকেতন হইল। কারাগার মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সময়ে সময়ে আনীত হইত তাহাদিগের স্বভাব প্রায় নানা প্রকার দোষে দূষিত দৃষ্ট হইত। মূর্খ, গর্ব্বিত, কলহপ্রিয় প্রভৃতি অসৎ লোকদিগের ভাগ্যেই কারাগার লাভ ঘটিত। সেই সকল নির্ব্বোধ, অসৎ ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যে অথবা বিদ্যাভ্যাসে অভিরত করা সামান্য লোকের বুদ্ধিশক্তির সাধ্যায়ত্ত নয়, কিন্তু সারামাটিনের কেমন এক অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল যে, যিনি যত কেন অনক্ষর ও অসচ্চরিত্র হউন না, কিছু দিন তাঁহার সদাচার ব্যবহার দেখিয়া এবং হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বশীভূত হইত।

সময়ে সময়ে কারাগারের মনোহর দর্শন অবলোকন করিলে আহ্লাদে পুলকিত ও চমৎকৃত হইতে হইত। যাহাদিগের চিরজীবন কেবল পরের অনিষ্টাচরণ করিতে করিতে ক্ষেপণ হইয়াছে, যাহারা বাল্যাবস্থা হইতে চৌর্য্যবৃত্তি ব্যতীত হয়ত আর কিছুই শিক্ষা করেনাই, তাহারা কেহ অর্দ্ধবয়স অতিক্রম করিয়া কলম ধরিতে শিক্ষা করিতেছে, কেহ শ্বেতকেশ ধারন করিয়া প্রথম পাঠ অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং কেহ কেহ দুই একটা পদ্য গদ্য কণ্ঠস্থ করিতেছে। একস্থানে চিরাপরাধী বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট হইয়া আসন্নকালে আপনার মঙ্গলের পথ চেষ্টা করিতেছে, এক স্থানে দুর্ব্বিনীত অশিষ্টাচারী যুবকগণ এত কালের পর এখন আপনাদিগের হিত অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন।

অনুপদিষ্ট অসভ্য কারাবাসিদিগকে আপনাদিগের উন্নতি সাধনে অভিলাষী ও সচেষ্ট দেখিয়া সকলেরই অন্তঃকরণ আনন্দিত হয়, এবং যাঁহার একমাত্র যত্নে এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে এবং তাঁহার যশোঘোষণা করিতে কাহার হৃদয় না ইচ্ছুক হয়? সারামার্টিন যেমন কারাবাসিদিগের প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী হইয়া অশেষ প্রকারে তাহাদিগকে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতেন, তেমনি অভিন্নহৃদয় সুহৃদের ন্যায় তাহাদিগের দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ অনুভব করিতেন, এবং যাহাতে তাহাদিগের মঙ্গল হয় তজ্জন্য ঈশ্বর সমীপে নিয়ত প্রার্থনা করিতেন। কারাবাসিগণও তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত; তাহারা কোন বিষয় তাঁহার নিকট অপ্রকাশিত রাখিত না, তাহাদিগের সুখ, দুঃখ, দোষ, গুণ, অপরাধ সকলি তাঁহার নিকট অকপটচিত্তে ব্যক্ত করিত।

কারাবাসিদিগের এইরূপে বিশিষ্টরূপ উন্নতি সাধন করিয়া অতঃপর তিনি একটী বিদ্যালয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কিয়দ্দিন পরে উক্ত বিদ্যালয়ের ভার উপযুক্ত শিক্ষকদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া একটী বালিকাবিদ্যালয়ে সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস করিয়া রাত্রিকালে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি যে বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিতেন তাহারা তাঁহার ছাত্রী হইয়াছে বলিয়া আপনাদিগকে অন্যের অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিত। তাঁহার শিক্ষাদানের সুপ্রণালী এবং উপদেশ বিধানের ফল দেখিয়া সকল লোকই চমৎকৃত হইত।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, তিনি আপন ছাত্র ও ছাত্রীদিগের ভবনে গমন করিতেন। এক দিবস এক ছাত্রীর বাটী, অপর দিবস এক ছাত্রের গৃহে—এইরূপে এক এক দিন এক এক জনের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান লইতেন, তাহাদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং সময়ে সময়ে কৌশল করিয়া তাহাদিগের নিকট গল্প শ্রবণ করিতেন। যে দিবস অপরাহ্ণে অবকাশ পাইতেন, নগরের স্থানে স্থানে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে দেখিতে যাইতেন এবং এক এক দিন অপরাহ্ণে আত্মীয় বন্ধুদিগের ভবনেও উপস্থিত হইতেন। তিনি যে দিবস যে গৃহে প্রবেশ করিতেন তত্রত্য প্রায় কোন ব্যক্তি তৎকালে অলস ও অপ্রসন্ন থাকিতে পারিত না। তাঁহার বাহ্য অবয়ব তাদৃশ সৌন্দর্য্যশালী ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ বিবিধ সদ্‌গুণসৌন্দর্য্যে ভূষিত ছিল। তিনি নম্র ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন, এবং এমনি

কার্য্যতৎপর, পরিশ্রমী ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন যে, ব্যক্তিমাত্রেই স্পর্শমণির ন্যায় তাঁহার সঙ্গলাভে নিরলস ও প্রসন্নভাব ধারণ করিত।

এই প্রকারে পরোপকার সাধন করিবার জন্য সারামার্টিন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং সেই মহৎ ব্রত সমাপন করিতে করিতে তাঁহার দুর্লভ জীবন অবসান হয়। তিনি আপনার গ্রাস আচ্ছাদনের নিমিত্ত ক্ষণকালের তরে চিন্তাকে মনে স্থান দান করেন নাই; যেমন কারাবাসিগণ দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়া হীনভাবে অবস্থিতি করত শাকান্ন ভক্ষণ দ্বারা উদর পূরণ করিত, তিনিও তাহাদিগের ন্যায় দরিদ্র ভাবাপন্ন হইয়া শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া তাহাদিগের উপকার করিয়াছিলেন। অন্যে কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার উদার পরোপকার গুণের খর্ব্বতা সাধন করিতে কখন সমর্থ হয় নাই, এবং নৈরাশ দ্বারা তাঁহার মনের চিরশান্তি কখন বিচলিত হয় নাই। তাঁহার মহৎ আত্মা স্বর্গীয় মহৎ গুণ সমূহে অলঙ্কৃত ছিল। আন্তরিক আশা ও উৎসাহ তাহাদিগের শিরোভূষণ স্বরূপ। তিনি একজন অলোক সামান্য রমণীরত্ন ছিলেন। পার্থিব ধনমান যশের নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ কখন ব্যাকুলিত হয় নাই, তিনি আপনার বিশুদ্ধ চরিত ও মহৎ কার্য্য জনিত যে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতেন তাহার সহিত কিছুরই উপমা হয় না। তিনি যে সকল মহৎকার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা স্ত্রীকুলের গৌরব স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজী ১৮৪৩ অব্দের ১৫ই অক্টোবর দিবসে ৫২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পরলোক গমনের সময় উপস্থিত হইল, তাহাতে তাঁহার উন্নত আত্মা অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করত ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

দেশাচার।

বিবাহ-প্রণালী।

৩য়—অধিবেদন অর্থাৎ বহুবিবাহ॥

আমাদের দেশে বিবাহ বিষয়ে আর একটী মহৎ দোষ আছে তাহার নাম বহু বিবাহ। এই বহু বিবাহ দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম এই যে, এক পুরুষ অনেক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে; দ্বিতীয় অনেক পুরুষে কেবল এক স্ত্রীকে বিবাহ করে; কিন্তু এ উভয়ই দূষ্য ও নিন্দনীয়। আমরা এক এক স্ত্রী ও পুরুষে পরস্পর দাম্পত্যসূত্রে সংবদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ ও পবিত্র সুখে সংসার যাত্রা সম্পন্ন করিব এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষের সৃজন করিয়াছেন এবং আমরা অধিক স্ত্রীপুরুষে পরস্পর বিবাহপাশে বদ্ধ হইয়া বিবাদ, ক-

লহ,অপ্রণয় প্রভৃতি নানা অনিষ্টোৎপাদন করিব ইহা কখনই করুণাময় পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহার বিপরীত কার্য্যদ্বারা আপনাদিগের অমঙ্গল সাধন করিতেছে। তাঁহার এই শুভকর নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা অবশ্য নিন্দনীয় ও অকর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; এবং তজ্জন্য নানা প্রকার অনিষ্টাপাত হইবে তাহাও বিচিত্র নহে। কিন্তু তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রকার বিবাহ আমাদের দেশে প্রায় প্রচলিত দেখা যায় না। বরং ইহা অন্যান্য দেশে প্রচলিত আছে।

আমাদিগের এই ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় হিমালয় নামে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে। তাহার উত্তরে তিব্বত দেশ; তথাকার এক প্রকার ছাগলের লোমে শাল প্রস্তুত হয়, তদ্দেশীয় লোকেরা সকল সহোদরে একমাত্র রমণীর পাণিগ্রহণ করে। এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণবর্ত্তী সিংহল (বা লঙ্কা) দ্বীপে অস্মদ্দেশীয় প্রথার বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। তত্রত্য লোকেরা এক স্ত্রী থাকিতে পুনরায় বিবাহ করে না কিন্তু দুই ভ্রাতা এক পত্নীকে সচরাচর বিবাহ করিয়া থাকে। যদিও সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এখন তাহা দৃষ্ট হয় না; কিন্তু পুরাকালে উহা প্রচলিত ছিল তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। মহাভারতই ইহার এক প্রধান সাক্ষী রহিয়াছে। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন; তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। যাহাহউক এই ঘৃণিত প্রথাটী যে এদেশে প্রচলিত নাই মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে, কিন্তু ইহার অন্যতরটী বিরলপ্রচার নহে। ইহা সাতিশয় পরাক্রম সহকারে সমস্ত রঙ্গভূমিতে আধিপত্য করিতেছে। ইহা অতি পূর্ব্বকালাবধি চলিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণ, দশরথ, পাণ্ডু প্রভৃতি পুরাণোক্ত নৃপতিগণের চরিতাখ্যান পাঠ করিলে এবং পূর্ব্বতন বাদসাহ ও নবাবদিগের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইলে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়—এবং আধুনিক দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়, বিশেষতঃ কুলীন মহাত্মারা ইহার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতঃপর তাঁহাদিগের বিবরণ আর এক সময় বর্ণন করা যাইবে।

এই ভয়ানক অধিবেদন দ্বারা দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, কলহ ও বৈধব্য প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্ট হইতেছে। একমাত্র স্ত্রীর সহিত বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইলে পরস্পরের সহবাস জনিত যে প্রকার পবিত্র সুখ সম্ভোগ করা যায় এবং দম্পতীর প-

রস্পরের প্রতি যে প্রকার বিশুদ্ধ প্রীতি ও আন্তরিক প্রণয় সমুদ্ভূত হয়; দুই বা ততোধিক ভার্য্যার সহবাসে গৃহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কখনই সে প্রকার বিশুদ্ধ সুখ ও অকৃত্রিম প্রণয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল একমাত্র ভার্য্যাই আমাদের আন্তরিক প্রীতির প্রকৃত অধিকারিণী, কিন্তু যদি অন্য ভার্য্যাকে তাহার অংশ ভাগিনী করা যায় তবে তাহাতে বিবাদ হইবে আশ্চর্য্য কি? এবং প্রথম প্রণয়িণীর মনে যে দ্বেষ ও ঈর্ষার উদ্রেক হইবে তাহাও অসম্ভব নহে। আহা! যথার্থ দাম্পত্য প্রেম যে কি মনোহর পদার্থ! তাহার যে কি সুমধুর ভাব, যাহারা কেবল রাশি রাশি কামিনীর কর গ্রহণ পূর্ব্বক পরিবারদল বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারা তাহা কখনই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহার মধুরতাও মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারে না, তাহাদের দিন কেবল বিবাদবিসম্বাদে অতিবাহিত হয়।

এদেশে যেখানে এক স্বামীর দুই স্ত্রীর কথা শুনা যায়, সেই খানেই প্রায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, কলহ প্রভৃতি শ্রুত হওয়া যায়। এই বহুবিবাহের আর একটী প্রধান দোষ এই যে, মনে কর, যদি সহসা পুরুষের মৃত্যু ঘটনা হয় তাহা হইলে দেখ, এক জনের মৃত্যুতে কত কত অবলা দুঃসহ বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হয়। আহা! তখন ঐ অনাথা অবলাগণের কি ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হয়! হায়! এই ভয়াবহ বহুবিবাহ দ্বারা কত কত মহিলা সপত্নীর ঈর্ষানলে অন্তঃকরণকে দগ্ধ করিয়াছে। কত কত অবলা সপত্নী ও পতির সহিত বিবাদ করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। কত কত রমণী সপত্নীপুত্রকে বিষপান করাইতে সমুদ্যত হইয়াছে এবং কত কত পুরুষ পুত্র ত্যাগ, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ বিপদ সাগরে পতিত হইয়া অতিশয় অস্থির ও ব্যাকুল হইয়াছে। পূর্ব্বকালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে এ বিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'সত্যভামার দর্পচূর্ণ' ও 'রামের বন গমন' বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

পরিশেষে এদেশীয় তরুণ বয়স্ক ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিতেছি— ভ্রাতৃগণ! যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপদে পড়িতে বাঞ্ছা হয় এবং বিবাদ কলহ প্রভৃতি ক্রয় করিতে বাসনা থাকে তবে আপনারা বহুবিবাহে লিপ্ত থাকুন ও শত শত রমণীর পাণি গ্রহণ করুন। আর যদি সচ্ছন্দে ও চিরসুখে জীবন যাপন করিতে অভিলাষ থাকে এবং যদি নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে বাসনা করেন, তবে একমাত্র সহধর্ম্মিণীর পাণিগ্রহণ

পূর্ব্বক পবিত্র দাম্পত্য সুখ উপভোগ করুন এবং নির্ব্বিবাদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকুন।

ঊর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা।

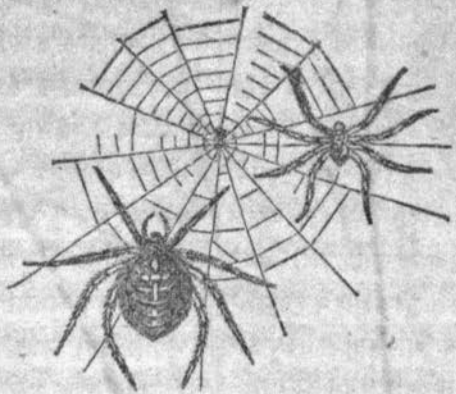

আমাদের চখের গোড়ায় কত আশ্চর্য্য জন্তু রহিয়াছে, কত আশ্চর্য্য কাজ করিতেছে; তাহা হয়ত আমরা দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু মনোযোগের সহিত তাহাদের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে যারপর নাই চমৎকৃত হইতে হয়।

সকলেই জানেন মাকড়সারা অতি ক্ষুদ্র কীট। কিন্তু ইহাদিগকে আমরা যেরূপ সামান্য বলিয়া বিবেচনা করি, বস্তুতঃ সেরূপ নয়। ইহাদের এই ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে নানাবিধ অদ্ভুত কল আছে; ইহাদের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ন, ইহাদের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সন্তানস্নেহ প্রভৃতি গুণ দেখিলে মনুষ্যেরাও যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। এই জন্তুরা কখন মৃত্তিকাগর্ত্তে, কখন পর্ব্বতের উচ্চশিখরে বাস করে, কখন আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কখন বা জলের ভিতর ডুবিয়া থাকে এবং সর্ব্বত্রই আপনাদের আশ্চর্য্য গৃহ সকল সজ্জিত করিয়া সুখে কাল যাপন করে।

জগদীশ্বর অনেক শীকারী জন্তু করিয়াছেন, কিন্তু মাকড়সার মত অশেষ কৌশলে কাহাকেও ভূষিত করেন নাই। ইহারা শৃগালের ধূর্ত্ততা, ব্যাঘ্র ভল্লুকের নৃশংসতা এবং সর্পের দংশনশক্তি সকলই অধিকার করিয়াছে।

মাকড়সাদের শরীরের দুই পৃথক্ পৃথক্ ভাগ। সম্মুখ ভাগে মস্তক ও বক্ষ আছে এবং তাহা একটী শক্ত খোলা দিয়া ঢাকা; বক্ষঃস্থলের সহিত পা সকলও সংযুক্ত। পশ্চাৎ-

ভাগ একপ্রকার কোমল চর্ম্মে জড়িত এবং লোমে আবৃত।

ইহাদের চক্ষু গুলি অতিশয় উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ; এবং কখন ৬টা কখন বা ৮টা দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটা সম্মুখে, দুইটা পশ্চাতে এবং অবশিষ্ট দুইটা দুই পাশে রহিয়া সমুদায় মস্তকটি বেষ্টন করিয়া থাকে। আর আর কীটের যেমন, ইহাদের চক্ষু সকলও সেইরূপ অচল অর্থাৎ কোনদিকে নড়ে চড়েনা এবং পাতা দিয়াও ঢাকা থাকেনা। ক্রমাগত সতর্ক থাকিয়া এবং চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেমন ইহাদিগকে শীকার করিতে হয়, চক্ষুগুলি কেমন সেইরূপেই রচিত হইয়াছে।

মাকড়সাদের মস্তকের সম্মুখে দুইটি সাঁড়াশীর মত অস্ত্র আছে; বিড়ালের নখরের ন্যায় তাহাদের অগ্রভাগ ধারাল। এই নখরের অদূরে একটী করিয়া ছিদ্র আছে, ইহাহইতে মাকড়সারা এক প্রকার বিষ নির্গত করে এবং তাহাদ্বারা শত্রু সকলকে অনায়াসে বধ করে।

ইহাদের ৮ খানি পা। কাঁকড়ার পার মত সেগুলি গাঁটওয়ালা। সমুদায় পা বা একটী গাঁট হঠাৎ নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতে পারে। প্রত্যেক পদের অগ্রভাগ হইতে ৩টী করিয়া বক্র নখর বহির্গত হয়। তম্মধ্যে একটী মোরগের থাবার মত এবং তাহা কীটদিগকে জালে সংলগ্ন করিবার জন্য চালিত হয়। অপর দুইটীতে মিলিয়া একটী নখর বোধ হয়, এবং তাহা দ্বারা ইহারা অত্যন্ত সমতল বস্তুর উপরেও একটু একটু উচ্চভাগ ধরিয়া সকল দিকে যাতায়াত করিতে পারে।

সমতল বস্তুর উপর চলিবার জন্য আর একটী উপায় আছে। ইহাদের নখরের অগ্রভাগ হইতে এক প্রকার স্পঞ্জ জন্মে; তাহাতে এক প্রকার আটা থাকে। মাকড়সারা যখন মসৃণ দর্পণ অথবা নির্ম্মল প্রস্তরের উপর চলিয়া যায়, তখন সেই স্পঞ্জ টিপিয়া কিছু আটা বাহির করে এবং তাহা দ্বারা কাচ বা পাথরের সহিত পা সংলগ্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে চলিতে থাকে।

উল্লিখিত ৮ খানি পদ ভিন্ন শীকার ধারণের জন্য ইহাদের আর ২টী বাহু আছে।

যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অস্ত্র শস্ত্রের কথা বলা হইল তাহা থাকিলেই মাকড়সাদের যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে না, এজন্য ইহাদের আরও কতকগুলি উপায় আবশ্যক।

ইহারা মক্ষিকা আহার করিয়াই প্রায় সম্পূর্ণ জীবন ধারণ করে, কিন্তু নিজের পাখা নাই। করুণাময় পরমেশ্বর এই অভাব মোচন করিবার জন্য ইহাদিগকে ফাঁদ পাতিবার আশ্চর্য্য কৌশল দিয়াছেন। ইহারা যাহাদিগকে দৌড়িয়া ধরিতে পারে

না, জালে জড়াইয়া তাহাদিগকে হস্তগত করে। আর আহারের ভাবনা কি?

যে সকল স্থানে মাছিদের যাতায়াত অধিক, মাকড়সারা সেই সকল স্থান বাছিয়া জাল তৈয়ার করে। এই জন্য ঘরের কোণে, জানালার কাচে, বৃক্ষ সকলের ডালের মধ্যে এবং এইরূপ অন্য অন্য স্থানে ইহাদের কৌশল প্রকাশ দেখা যায়। জাল পাতিয়া কয়েক দিন এমন কি কখন কখন কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে এবং অধিক শীকার করিতে না পারুক তথাপি প্রায় স্থান ত্যাগ করে না।

জাল তৈয়ারের সামগ্রীর জন্য ইহাদিগকে কোথায়ও অন্বেষণ করিতে হয় না, শরীরের মধ্যে আটার ন্যায় এক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে এবং পাঁচটী ছিদ্র দিয়া তাহা বাহির হইয়া সূতা কাটা হয়। এই পদার্থটী একটী ছোট বগলিতে থাকে এবং নরম আটার মত বোধ হয়। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে তাহা গুটান সূতামাত্র দেখা যায় এবং তাহা হইতে অনেক টানিয়া বাহির করা যাইতে পারে।

সূত্র সকল যদিও এত সূক্ষ্ম বোধ হয়, কিন্তু তাহাও ৫গাছি সূত্রে জড়িত দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিত মাকড়সার একগাছি সূত্রের মধ্যে ৪০০০ চারি হাজার গাছি সূক্ষ্ম সূত্র আছে স্থির করিয়াছেন। এক গাছি মোটা সূত্র সেই সঙ্গে উঠিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বায়ুপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ইহারা জলের মধ্যে যে প্রকার বেলুন প্রস্তুত করে তাহা আরও আশ্চর্য্য! বেলুনের আকারের এক একটী গৃহ তৈয়ার করিয়া জলে মগ্ন থাকে, পরে এক একবার উপরে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাতে বায়ু পুরিতে থাকে। বার বার বায়ু পুরিলে তাহা ফুলিয়া উঠে এবং মনুষ্যেরা যেমন এক প্রকার ঘণ্টার ভিতর বসিয়া নষ্ট দ্রব্যাদি তুলিবার জন্য জলে মগ্ন হয় অথচ কোন কষ্ট পায় না, ইহারাও সেইরূপ বেলুনের মধ্যে নিরাপদে থাকে, জলে শরীর স্পর্শ করিতে পারে না। এই কৌশলে জলের মধ্যে পোকা মাকড় অনায়াসে শীকার করে।

কখন কখন ইহারা মান্দাসের মত জাল তৈরায় করিয়া জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেও প্রচুর পরিমাণে আহার প্রাপ্ত হয়।

মাকড়সাদের আকাশে উড়িবার আরও কৌশল আছে। শরৎকালে অনেক ছোট ছোট মাকড়সা প্রাচীর, বৃক্ষশাখা বা অন্য প্রকার উচ্চস্থানে উঠিয়া বাতাসের দিকে মাথা ঘুরাইয়া সূত্র সকল বাহির করিতে থাকে, এবং বায়ুভরে অতি উচ্চ অট্টালিকা ছাড়াইয়াও উঠিতে পারে। ঘুড়ী

যেমন বাতাসের উপর ভর করিয়া উড়িতে থাকে, ইহারাও সেইরূপ। উড়িবার পথে ছোট ছোট পতঙ্গ পাইলে শীকার করিতে ছাড়ে না। পরে ভ্রমণ ও শীকারে সন্তুষ্ট হইলে নিম্নে পতিত হয়। অনেক সময় অতি উচ্চ স্থানে বায়ুর মধ্যে আমরা মাকড়সার সূত্র বিস্তারিত দেখিয়া চমৎকৃত হই, কিন্তু তাহা এইরূপেই সম্পন্ন হয়।

ছোট ছোট মাকড়সা যে তন্তু বাহির করে তাহা এত সূক্ষ্ম যে তাহার ৪০ লক্ষ গাছি একত্র করিলে এক গাছি চুলের মত মোটা হয়। এত সূক্ষ্ম এক এক গাছির মধ্যে আবার ৪০০০ চারি হাজার গাছি সূক্ষ্মতর সূত্র আছে। ইহা ভাবিয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

সামান্যতঃ মাকড়সী দুই বৎসর বয়স না হইলে ডিম পাড়ে না এবং বড় হইলে যত শাবক প্রসব করে, প্রথমে তত করে না।

ডিম্ব সকল প্রথমে এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা কাল শুকায় পরে যে পর্য্যন্ত ফুটিবার সময় না হয় সে পর্য্যন্ত মাতা তাহাদিগকে একটী থলিয়ার মধ্যে রক্ষা করে। পতঙ্গ শীকারের থলিয়া অপেক্ষা ইহা চারি পাঁচ গুণ দৃঢ় করিয়া প্রস্তুত হয়। ইহা কাগজের মত পুরু, ভিতরের দিক অতি কোমল এবং বাহিরে কিছু কর্কশ হয়। ডিম্বগুলি তাহার মধ্যে সংরক্ষিত হয় এবং তাহাদের রক্ষার জন্য অসম্ভব যত্ন ও মনোযোগ প্রদর্শিত হয়।

আমাদের জননীরা সন্তানগণ যতদিন গর্ভে থাকে ততদিন তাহাদের ভার বহন করেন। কিন্তু মাকড়সার মাতারা সেই ডিম্ব পূর্ণ থলিয়াটি এক প্রকার আটা দ্বারা আপনার শরীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখে, ইহাতে ঠিক্ যেন তাহার একটা শরীরের উপর আর একটা শরীর বোধ হয়।

যদি দৈবাৎ থলিয়াটি শরীর হইতে খসিয়া পড়ে, সে পুনর্ব্বার তাহা পূর্ব্বের মত রাখিবার জন্য একান্ত প্রয়াস পায় এবং প্রাণত্যাগ হইলেও তাহার যত্নের ধন ত্যাগ করে না।

ডিম্ব সকল ফুটিলেও যে পর্য্যন্ত মাতা কামড়াইয়া কারাগার মুক্ত করিয়া না দেয়, সে পর্য্যন্ত ছানাগুলিকে তথায় থাকিতে হয়।

শাবকগুলি বাহির হইলেই মাকড়সীর যত্নের শেষ হয় না। সে কিছু কাল তাহাদিগকে পিঠে করিয়া লইয়া বেড়ায়। পরে যখন তাহারা আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তখন ছাড়িয়া দেয়। তাহারা স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে থাকে।

মাকড়সা শিশু যখন এক বিন্দু খুদের মত, তখন হইতে জাল করিতে আরম্ভ করে এবং একটু বল

পাইলেই শীকারে প্রবৃত্ত হয়। শীকারের জন্যই যেন মাকড়সাদের সৃষ্টি। ইহারা আপন অপেক্ষা দশগুণ বৃহৎ জন্তু সকলও বধ করিতে পারে। পরাজিত হইলে অল্পকালের মধ্যে আঘাত সকল হইতে আরোগ্য লাভ করে। ইহাদের ২।৪ খান পা নষ্ট হইলেও কোন ক্ষতি নাই, কারণ আবার শীঘ্র উৎপন্ন হয়।

(ক্রমশঃপ্রকাশ্য)

স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

আশ্চর্য্য দাম্পত্যপ্রণয়।

ভূতপূর্ব্ব ইংলণ্ডাধিপতি বিজয়ী উইলিয়মের পুত্র মহানুভব রবার্ট একদা বিষাক্ত তীরদ্বারা আহত হওয়াতে, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই উপায় নির্দ্ধারণ করেন, যদি কেহ তাঁহার ক্ষত স্থান হইতে বিষ চুষিয়া লন তবেই তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যিনি চুষিয়া লইবেন তিনি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। রবার্ট নিজ জীবনরক্ষার জন্য অন্যের জীবন নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় জীবনআশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রার সময় তাঁহার পতিপ্রাণা ভার্য্যা সিবিলা স্বামীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য মুখ দ্বারা বিষ শোষণ পূর্ব্বক আপনার জীবন পরিত্যাগ করিলেন।

এদেশের সতী স্ত্রীরাও এই প্রকার পতিপ্রাণা; তাঁহারা স্বামীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া বরং প্রফুল্লচিত্তে জীবন বিনাশ করেন। পূর্ব্বে যে সহমরণের প্রথা ছিল, তাহাই ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। যদিও সহমরণ ঈশ্বর নিয়ম বিরুদ্ধ তথাপি তাহাতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীগণের কেমন অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে।

নূতন সংবাদ।

১ম।—আমরা সাতিশয় শোকার্ত্ত চিত্তে পাঠিকাবর্গকে অবগত করিতেছি যে, বিগত ৬ই মাঘ বুধবার সায়ংকালে তোমাদিগের একজন ধর্ম্মপ্রাণা ভগ্নী তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। এই মৃতা রমণী কে? এবং কি নিমিত্ত তাঁহার পরলোক গমন সংবাদ তোমাদিগের জ্ঞানগোচর করিলাম, বোধকরি তোমাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নও। অতএব তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে তোমাদিগের ঔৎসুক্য জন্মিবার সম্ভাবনা। তিনি মৃত্যুকালে যে সকল ভাব ব্যক্ত করিয়া মহৎ আত্মার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এবং জীবদ্দশায় যে প্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার সবিস্তার বিবরণ আগামী বৈশাখ মাসের নববর্ষীয়া পত্রিকায় তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতে সচেষ্ট হইব।

২য়।—বিগত ১২ই মাঘ মঙ্গলবার শ্রীমতী মুক্তকেশী নাম্নী একটী বিধবা রমণীর সহিত শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দাস গুপ্তের বিবাহ হয়। কন্যার পিতার নাম মদনমোহন সেন, নিবাস ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী কাচাদিয়া গ্রাম। বরের পিতৃনাম চন্দ্রমাধব দাস গুপ্ত, নিবাস বিক্রমপুরের মধ্যপাড়া। উভয়ই প্রসিদ্ধ ভদ্র বংশজ। বিবাহ সভায় অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিয়া এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। জানাগেল ঐ বিধবার ১২।১৩ বর্ষ বয়স্কা একটী বিবাহিতা বালিকা আছে। সন্তানসহ বিধবা বিবাহ আর কখন শ্রবণ করা যায় নাই। বাঙ্গালী দিগের মধ্যে এরূপ বিবাহ প্রথম বলিতে হইবে।

৩য়।—গত ১৭ই মাঘ বরিসালের অন্তঃপাতী ইলুহার নিবাসী শ্রীপ্যারীমোহন সরকারের সহিত ঐ গ্রামবাসী রামপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী রামদুর্গার বিবাহ হয়। বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহ পুর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে।

৪র্থ।—বিগত ১৯ শে মাঘ মঙ্গলবার কৃষ্ণনগর দক্ষিণপাড়া নিবাসী গিরিধর দেব মহাশয়ের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনীর সহিত কাচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীচণ্ডীচরণ সিংহের সমারোহপুর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কন্যার মাতা বিবাহ সভায় আসিয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করেন।

মহিষপুরের নিকট মির্জ্জাপুর নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র বিশ্বাসের সহিত কন্যার সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রথম বিবাহ হয়, পরে নবম বৎসর বয়ক্রম সময়ে তিনি বৈধব্য প্রাপ্ত হন। ঐ কন্যা কৃষ্ণনগরের গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বালিকাবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর প্রথমছাত্রী ছিলেন। কন্যা ও পাত্র উভয়ই ভদ্র বংশজ। বিবাহ সভায় প্রায় ৪০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন বিশেষতঃ; মহারাজার ভাগিনা, দেওয়ান শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগর কালেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ লাহিড়ী ইত্যাদি প্রধান প্রধান সকল ব্যক্তি এবং উক্ত কালেজের ছাত্রেরা বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অনেকে শারীরিক পরিশ্রম, অর্থদান ও উৎসাহ প্রদর্শন দ্বারা বিবাহের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর কালেজের দ্বিতীয় বৎসরের কতিপয় ছাত্র ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন লাহিড়ীর যত্ন পরিশ্রম ও আনন্দ দেখি-

লে আশ্চর্য্য হইতে হয়, এমনকি ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, ঐ কয়েক ব্যক্তির যত্ন ও পরিশ্রমে ঐ বিধবা সধবা হইয়াছেন।

৫ম।—কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধু সভার সভ্যেরা স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষার উন্নতির জন্য একটী বিশেষ সভা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়কে ঐ সভার সভাপতী পদে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম আত্মীয় সভার সভ্যদিগকে ঐ সভার সভ্য করিয়াছেন।

প্যারীচাঁদ বাবু ও আত্মীয় সভার সভ্যেরা যেরূপ স্ত্রীশিক্ষানুরাগী তাহাতে তাঁহাদিগের দ্বারা স্ত্রীগণের শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি হইবার অধিক সম্ভাবনা।

৬ষ্ঠ।—"পাদরি মলিন সাহেবের কন্যার যত্নে সম্প্রতি চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতী রাজপুর গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকালে প্রায় ৪৮টী বালিকার নাম হাজিরা বহিতে লিখিত হইয়াছে। রাজপুর যেরূপ সমাজ স্থান যদি সকলে আপন আপন বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন তাহা হইলে অনধিককাল মধ্যে উক্ত গ্রামের উন্নতি হইতে পারে। যেমন মলিন সাহেবের কন্যার যত্ন, উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর করেন এদেশীয়দিগের ঐরূপ যত্ন ও উৎসাহ ঐ বিষয়ে বদ্ধমূল হয়।"

৭ম।—"এক্ষণে পঞ্জাবে ৬৬২টী স্ত্রী বিদ্যালয় ও ১৩০০০ বালিকা আছেন।

৮ম।—সম্প্রতি জিলা বারাসতের অন্তঃপাতী টাকী গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বালিকা বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পারিতোষিক প্রাপ্ত ৫০ জন বালিকার মধ্যে ৬ জন পুস্তক ও কতিপয় স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। বালিকাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ী দত্ত, ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণ স্ব স্ব প্রণীত কয়েকখান পুস্তক এবং শ্রীমতী শরৎকুমারী গঙ্গোপাধ্যায় স্বহস্ত প্রস্তুত পসম নির্ম্মিত কয়েকটী পুষ্পাদি ও কাচ নির্ম্মিত একখান অপূর্ব্ব অলঙ্কার বিতরণ করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

বামাকুলহিতৈষীশ্রীযুক্তবামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পরাৎপর পরমপিতা জগদীশ্বরের কি অলৌকিক অপার মহিমা যে, তিনি স্বীয় সৃষ্টিরক্ষার কারণ স্ত্রী-পুরুষ, এই উভয় জাতি সৃজন পূর্ব্বক এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের রমণীয় শোভা বর্দ্ধন করতঃ আপনাভিপ্রায় সকল সাধন করিতেছেন। এই বি-

বিধ জাতির মধ্যে একের অভাবে বিশ্বস্থিত পরমমঙ্গলাকর নিয়ম সকল প্রতিপালিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং মেদিনীমণ্ডল কতদূর পর্য্যন্ত যে জনশূন্য অরণ্যানী তুল্য বোধ হইত তাহা বাক্‌পথাতীত। হা! পরমকরুণাকরের কি কারুনিক ভাব! যে যাবতীয় বাহ্য দ্রব্য প্রদানেও তিনি ক্ষান্ত না থাকিয়া ধর্ম্মসুখে সুখী করণার্থ সর্ব্বধনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরমহিতকর ও সুখবিধায়ক অমূল্য বিদ্যারত্ন লাভোপযোগী জ্ঞান, মনুষ্য জাতিকে প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের সুশৃঙ্খলায় ও সুনিয়মানুসারে কার্য্য সম্পাদনার্থে অত্যাশ্চর্য্য শক্তিও প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশীয়া স্ত্রীলোকেরা বিদ্যারত্ন অভাবে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তার সেই অনুপম সুশৃঙ্খলাকে বিশৃঙ্খলা করিতেছে। দেখুন, যখন জনপ্রবাদ আছে যে, স্ত্রীলোকেরা স্বল্প বুদ্ধি এবং স্বভাবতঃ চঞ্চলা, অথচ তাহারাই আবার কুলাচার অবলম্বনের প্রধান কারণ, তখন যদি ঈদৃশ পরম হিতসাধন বিদ্যাদ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধতাকে দূরীকরণ করা না যায়, তবে সৃষ্টিকর্ত্তার বিচিত্র মহিমার, স্বীয় সন্তান সন্ততি বা আপনার শরীর রক্ষার ও পিতা মাতা স্বামী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি অজ্ঞানতা হেতু কুসংস্কারাপন্ন হইয়া উঠে। শাস্ত্রোক্তি আছে যে যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব, অবিবকতা এই চতুষ্টয় মধ্যে প্রত্যেকেই অনর্থের মূল। স্ত্রীলোকে অবিদ্বান্ হইয়া প্রাগুক্ত চতুষ্টয়ের সংশ্রবে কি না করিতে পারে? বিবেচনা করিতে গেলে এমন কোন গর্হিত কর্ম্মই নাই যে তাহা মূর্খ দ্বারা হয় না। এই অসার সংসারে, মূর্খ হইয়া কুলকামিনীগণের কলেবর ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। অজাত ও মৃত পুত্র কেবল একবার দুঃখ দায়ক; কিন্তু মূর্খ সন্তান যে কত দুঃখদায়ক ইহা কাহার না চিত্তক্ষেত্রে জাগরিত হইয়াছে? বিদ্যোপার্জন দ্বারা যদি স্ত্রীগণের হৃদয়আকাশ জ্ঞানশশির আলোকে আলোকিত হয়, তবে তাহারা এই নিখিল ভূমণ্ডলে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দোৎপত্তি করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তাহারা বিদ্যাবতী হইলে পিতৃ মাতৃ স্বামী প্রভৃতি গুরুজন, সন্তান সন্ততি, ও অন্যান্যের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ব্যবহার করিতে সক্ষমা হয়। পুত্র বিদ্বান্ হইলে সে যেমন তৎ প্রভাবে পিতৃ কুলোজ্জ্বল করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করে; পুত্রি বিদ্যাবতী হইয়া সৎপথাবল-

স্বিনী হইলে, সে যে তদ্রূপ পিতৃ এবং স্বামী উভয় কুল সমুজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে ইহাতে সংশয় কি? এদেশীয় পূর্ব্বতন রমণীগণ মধ্যেও এবিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; লিলাবতী, খনা, রাণী ভবানী প্রভৃতি স্ত্রীগণ আপন আপন বিদ্যা প্রভাবে কিরূপ যশোরাশী বিস্তার করতঃ পিতৃ ও স্বামী বংশ উজ্জ্বল করিয়া জীবনের সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলি জ্ঞাত আছেন। আহা! এই অনিত্য অবনী ধামে যদি স্ত্রী লোকেরা প্রত্যেকেই বিদ্যাবতী হইয়া ধর্ম্মপথানুগামিনী হন; তবে দুঃখ মণ্ডল পরিবৃত এই ভূমণ্ডল যে কি প্রকার এক আনন্দের ধাম হয় তাহা মনে উদয় হইলে অসীম আনন্দোৎপত্তি হয়। অতএব হে দেশীয় সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা আর স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে উদাসীন থাকিবেন না। যদি এ ধরাধামকে আপনাদের প্রকৃতই সুখধাম দেখিতে ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রে আপনাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যা ভূষায় ভূষিত করিতে চেষ্টা পান।

শ্রীমতী বিবি তাহেরণ নেছা।
বোদা বালিকা বিদ্যালয়।
১ম শ্রেণীস্থ ছাত্রী।

এই রচনাটীর কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইল। রচয়িত্রী শব্দাড়ম্বরচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সরল ভাষায় লিখিতে যে চেষ্টা করেন।

স্তোত্র।

বার বার ধন্যবাদ করিহে তোমায়।
তোমার সৃজন হেরে নয়ন জুড়ায়॥
এই পৃথিবীর কিবা শোভা মনোহর।
হেরিলে শশিরে হয় প্রফুল্ল অন্তর॥
তারাগণ হীরা প্রায় যেন আকাশেতে
অনন্ত কৌশল তব কে পারে বর্ণিতে?
যখন প্রখর রবি উদিত গগণে।
পক্ষিগণ গান করে আনন্দিত মনে॥
গাছের কেমন শোভা ফল আর ফুলে
পরিশ্রান্ত হয়ে জীব বসে তরুতলে॥
যখন মেঘেতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার।
বিদ্যুতের আলো তাহে কিবা শোভাকর॥
ঝাঁকে২ মাছ গুলি জলোপরি খেলে।
সুন্দর দেখায় তায় কমল ফুটিলে॥
কেবা সাজাইল রঙ রামধনুকেতে।
সকলি তোমার সৃষ্টি যাহাই দেখিতে
তোমার আদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়
তুমিহে পরম গতি পরম আশ্রয়॥
নিমেষ মুহূর্ত্ত পক্ষ মাস ও বৎসর।
তোমার নিয়মে সব চলে নিরন্তর॥
বিচিত্র জগৎ তব আশ্চর্য্য রচনা।
প্রার্থনা সাপেক্ষ নহে তোমার করুণা
সকল জীবেরে দয়া করহ সমান।
জননী পালন করে যেমন সন্তান॥
অজ্ঞান প্রযুক্ত কিবা বলিতেছি আমি
যাঁহার তুলনা নাই যিনি বিশ্বস্বামী॥
মনুষ্য সহিত নহে তুলনা তোমার।

ক্ষুদ্র জীব হয়ে আমি কি বলিব তার
অনন্ত শকতি তব অপার ব্যাপার।
কৃতজ্ঞ হইয়ে আমি করি নমস্কার॥

শ্রীমতী ক্ষিরদা দাসী
সাং নিমতলা।

বিজ্ঞাপন

১৭।১৮ সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রাঙ্কণের সময়ে যন্ত্রের গোলযোগ হওয়াতে পত্রাঙ্কে দুইশত স্থানে একশত হইয়াছে।

গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে, যাঁহাদিগের নিকট বামাবোধিনীর মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে তাহারা আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে দেয় পরিশোধ করিয়া উপকৃত করেন।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্ন লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

"পদ্যমালা" শ্রীদীনদয়াল প্রামানিক প্রণীত। কলিকাতা কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

"বিলাপতরঙ্গ" শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

"স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার বিষয়ক প্রস্তাব" শ্রীশ্যামলাল সেন বিরচিত; ঢাকা বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা।

"কবিতামঞ্জরী" শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী প্রণীত; ঢাকা মোগলটুলি সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা।

"কালবর্ণন" শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত; কলিকাতা গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য /৫ পয়সা।

"আলেক্ জাণ্ড্রা মাগেজিন এবং ইংলিস ওমান্স জরনাল অর্থাৎ ইংরাজী বামা বার্ত্তাবহ। বিবি এস, মেরিডিথ ইহার সম্পাদিকা। লণ্ডন, ২৭, পেটারনসটার রো। মূল্য ।০ আনা।

'পরিদর্শন' মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক ও যন্ত্রের নাম নাই।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য	(নাগপুর)	
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার		।।৶০
শ্রীবিহারীলাল বসু	(টাকী)	
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার		১।০
শ্রীমতী বিনোদা ঘোষ	(কলিকাতা)	
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার		।।০
শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস	(হাবড়া)	
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার		৸৶০
শ্রীকালীশঙ্কর গুহ	(কলিকাতা)	
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার		৸৶০

১ ফাল্গুন ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

চোরবাগান ৮৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে শ্রীকালীচরণ দাস দে দ্বারা মুদ্রিত।

115

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথমভাগ দ্বিতীয় খণ্ড।

বসন্তে না হলো যার মুকুল সঞ্চার,
গ্রীষ্মে ফল আশা তার বিফলতা সার ;
যৌবনে জ্ঞানের শোভা নাধরে যে মন,
চিরসুখ আশা তার করা অকারণ।

২০ সংখ্যা। { চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা।

উপসংহার।

বর্ত্তমান মাস হইতে আমাদিগের বামাবোধিনীর প্রথম ভাগ পরিসমাপ্ত হইল। ইহা আমাদিগের অল্প আনন্দের বিষয় নয় যে, অল্পকাল মধ্যে আমরা বামাবোধিনীর ক্রমশঃ উন্নতি দর্শনে সমর্থ হইয়াছি। যাঁহার প্রসাদে আমরা এই শুভ কর্ম্মের ফল লাভে কৃতকার্য্য হইতেছি তাঁহাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করি। আমরা সহর্ষচিত্তে পাঠিকাগণের গোচর করিতেছি যে, নববর্ষ হইতে বামাবোধিনীকে নবপরিচ্ছদ ও উন্নতকলেবর করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করিব। বামাবোধিনীর বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, পাঠিকাগণ তৎ সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করিতেছেন; আমরাও বামাবোধিনীকে সময় ও অবস্থার উপযোগী করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছি না। কিন্তু আমাদিগের চেষ্টা কতদূর সফলা হইতেছে তদ্বিচারের ভার গ্রাহকগণের উপর রহিয়াছে। অতএব আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনে যিনি যেপ্রকারে আনুকূল্য করিবেন আমরা তাহাতে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মনোনিবেশ করিব।

এখন আমরা চতুর্দ্দিক হইতে উৎসাহ ও আনন্দ লাভ করিতেছি; বিলাতীয় বামাবার্ত্তাবহ সম্পাদিকার সদ্ভাব-পূর্ণ পত্র পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। কিন্তু অস্মদ্দেশীয়া মহিলাগণের উৎসাহ ও অনুরাগ সাধন করাই আ-

মাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য; যতদিন তাহা সম্যক সাধিত না হইবে ততদিন আমাদিগের অভিপ্রায় অসম্পন্ন থাকিবে। বামাগণের লিখিত প্রবন্ধের অসদ্ভাব প্রযুক্ত আমরা যে আক্ষেপ করিয়াছিলাম এক্ষণে সে ক্ষোভ দূর হইয়াছে। এখন প্রচুর পরিমাণে বামারচনা আমাদিগের হস্তগত হইতেছে। উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে আমাদিগকে সময়ে সময়ে কোন কোন লেখিকার উৎসাহ বর্দ্ধনে পরাঙ্মুখ হইতে হয়। তাঁহাদিগের প্রতি এই বক্তব্য যে, বামাবোধিনী বঙ্গীয়া অবলাকুলের বিদ্যোৎসাহ সাধন করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; তাহাদিগের রচনাদির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা বামাবোধিনীর পক্ষে কোন মতেই সঙ্গত বাক্য নহে; একবার তাহাদিগের রচনা অপ্রকাশিত দেখিলে তাঁহারা যেন ভগ্নোদ্যম না হন। প্রত্যুত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণসহ পুনরায় রচনা প্রেরণ করিলে আমরা আদর পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিব।

যত সময় গত হইতেছে এই বিশ্বাস আমাদিগের তত দৃঢ়তর হইতেছে যে, বঙ্গ কামিনীকুলের যেমন অবস্থার উন্নতি হইবে বামাবোধিনীরও তৎ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে। বামাগণ! তোমাদিগের মঙ্গলার্থে ঈশ্বর আমাদিগের এই আশা পূর্ণ করুন। নববর্ষ হইতে বামাবোধিনীর কলেবর ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের কথা যে উল্লেখ করা গিয়াছে; তজ্জন্য অধিক ব্যয় প্রযুক্ত পত্রিকার মূল্যও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইবে। বিজ্ঞাপন দৃষ্টি করিয়া গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট অগ্রিম মূল্য প্রদানে আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

পরিশেষে আমরা অদ্যকার প্রসঙ্গে সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, বঙ্গদেশস্থ বালিকাবিদ্যালয় সমূহের উদ্দেশে এই পত্রিকা কতিপয় সংখ্যা নিয়মিতরূপে গৃহীত হইলে আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের একটী মহৎ উপায় অবধারিত হয়।

ঊর্ণনাভ অর্থাৎ মাকড়সা।

(২৭৩ পৃষ্ঠার পর)

জাল প্রস্তুত করিবার জন্য মাকড়সারা প্রথমে একটী সুবিধামত স্থান খুঁজিয়া লয় এবং যে স্থানে নিরাপদে থাকিবার এবং আহার পাইবার সুযোগ বুঝে সেই স্থানই মনোনীত করে। অতঃপর ইহারদের নখরের অগ্রভাগ হইতে এক ফোঁটা আটা বাহির করে এবং তাহার টানে প্রাচীরের গায় উঠিতে পারে।

সেই স্থানে মাকড়সা কার্য্য আরম্ভ করে এবং সেই প্রাচীর হইতে তাহার বিপরীত দিকে যে স্থানে সুতার

আগা বাঁধিতে হইবে তথায় সংলগ্ন করিয়া দেয়। এইরূপে প্রথম সূত্র গাছির পত্তন হইলে তাহা আঁটা আঁটি করিয়া টানিয়া লয় এবং একবার সম্মুখ একবার পশ্চাৎ দিকে গমন করিয়া যতদূর পারে শক্ত করে। কারণ এই গাছি দৃঢ় না হইলে সমুদয় জাল ছিঁড়িয়া যাইবে।

মূল সূত্র গাছি প্রস্তুত হইলে বরাবর সমান দূর করিয়া আর কতকগুলি সূত্র টানা হয়-এবং তাহার উপর আড় করিয়া কতকগুলি সূতা ফেলিলে ঠিক্ জাল বোনা হয়।

এই কার্য্য সমাধা হইলে জাল গাছটি বাতাসে না ছিন্ন হয়, এজন্য মাকড়সা তাহার ধারের সূতাগুলি দুই তিন ফের দিয়া শক্ত করে। তৎপরে লুকাইয়া থাকিবার জন্য একটী গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখে। এই গৃহটি তৈল ঢালিবার পাত্রের ন্যায় এবং জালের নিম্নে থাকে। ইহার দুইটি দ্বার একটি নীচে ও একটি উপরে। এই উপায়ে মাকড়সা ইচ্ছামত জালের সকল স্থানে যাতায়াত করে এবং যে কোণে কোন পতঙ্গ আসিয়া পড়ে তাহা অনায়াসে খুজিয়া লয়।

জালটি পরিষ্কার রাখিবার জন্য মাকড়সার বড় দৃষ্টি। একটু ধুলা কুটা পড়িলে তৎক্ষনাৎ ঝাড়িয়া ফেলে। কিন্তু সূতা না ছিঁড়িয়া যায় তাহার জন্যও সাবধান হয়।

কখন কখন জালের প্রধান অংশ হইতে চারি দিকে অনেক সূত্র বিস্তৃত থাকে। এই গুলিকে গড়ের বাহিরবন্দ বিবেচনা করা যাইতে পারে। যখন কোন পতঙ্গ এই সূত্র স্পর্শ করে, মাকড়সা অমনি আক্রমণ বা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে বুঝিতে পারে।

যদি একটি মাছি আসিয়া সূত্র সকল নাড়িতে থাকে, মাকড়সা দ্রুতবেগে তাহাকে আক্রমণ করিতে যায়, কিন্তু কোন বলবান্ পতঙ্গের দর্শন পাইলে বুদ্ধি পূর্ব্বক যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়।

গুপ্ত স্থান করিবার আর একটি অভিসন্ধি দেখা যায়। মাকড়সা তথায় গিয়া সুখে ও নিরাপদে শীকার লইয়া ভোজন করে; এবং মৃত জীবের কোন চিহ্ন বাহিরে পড়িয়া থাকিলে পাছে আর আর পতঙ্গ ভয় পায় তজ্জন্যও সাবধান হয়।

কিন্তু মাকড়সার শীকার বন্ধন ও ভোজন করিবার এতগুলি সুবিধা থাকিলেও অনেক সময় তাহার পরিশ্রমের গৃহটি বায়ুবেগে বা বৃহৎকায় জন্তুর আক্রমণে ছিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে।

এরূপ ঘটনা হইলে সে স্থিরভাবে আপনার ক্ষতি দর্শন করিতে থাকে এবং বিপদ চলিয়া গেলেই অধ্যব-

সায় সহকারে পুনর্ব্বার গৃহ প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হয়। হয়ত সম্পূর্ণ নূতন জাল তৈয়ার করে, নতুবা পুরাতনটি গোছগাছ করিয়া বজায় রাখে।

কিন্তু মাকড়সার শরীরের আটা কিয়ৎ পরিমাণে থাকে। একবার জাল তৈয়ার করিলে পুনর্ব্বার তাহা যত ইচ্ছা তত পাওয়া যায় না এবং অবশেষে হয়ত এককালে নিঃশেষ হইয়া যায়।

এমত অবস্থায় বৃদ্ধ মাকড়সাকে নিরুপায় হইতে হয় এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বলের স্বত্ব আক্রমণ অথবা এককালে তাহাকে দূরীকরণ ভিন্ন তাহার জীবিকার আর উপায় থাকে না।

বৃদ্ধ মাকড়সা প্রায়ই ছোট মাকড়সাকে তাহার জাল হইতে তাড়াইয়া আপনি অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি এরূপ সুযোগ না হয়, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া সে আপনার আহার সংযোগ করে। কিন্তু ২।৩ মাস পরে আহারাভাবে মরিয়া যায়।

মাকড়সা এক প্রকার নয়। শুনা যায় এক এক প্রকার মাকড়সা ছোট ছোট পক্ষী গিলিতে পারে। আবার অনেক জাতি এত ক্ষুদ্র যে চক্ষে দেখা যায় না।

রক্তবর্ণের এক প্রকার মাকড়সা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়। ইহারা বৃক্ষের অত্যন্ত অনিষ্টকারী। কখন কখন ইহাদের রঙ ঈষৎ হরিদ্রা হইয়া যায়। পাতার পশ্চাৎভাগে ইহারা হাজার হাজার একত্র হইয়া থাকে এবং তাহাতে এক প্রকার মলিন হরিদ্রাবর্ণ বোধ হয়। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাল করিয়া থাকে, বৃক্ষের রস খায় এবং তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। গ্রীষ্মকালে ইহাদের সমধিক প্রাদুর্ভাব এবং তাহাতে অনেক বৃক্ষ নষ্ট হয়। শীতল জল সেচন ও তমাকের ধোঁয়া ইহাদের মারিবার ঔষধ।

নানা জাতীয় মাকড়সা নানা প্রকার জালও প্রস্তুত করে। গোল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রায় সকল আকারেই জাল দেখা যায়। কিন্তু যে জাল করিয়া মাকড়সারা আকাশে উড়িয়া বেড়ায় ও জলে সন্তরণ করে তাহাই অতিশয় আশ্চর্য্য।

মাকড়সারা ঘাসের উপর বেলুনের আকার করিয়া এক প্রকার জাল বোনে। সুর্য্যের অধিক উত্তাপ পাইলে সেই জাল আকাশে উঠিতে থাকে।

অন্য কীট পতঙ্গের প্রতিই মাকড়সাদের শত্রুতা নয়, নিজের নিজের প্রতিও সেইভাব। ইহাদের পরিশ্রমে মনুষ্যের কোন উপকার হইতে পারে কি না? দেখিবার জন্য এক সাহেব চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহাদের জাল হইতে এক-

জোড়া দস্তানাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

তিনি অনেকগুলি মাকড়সা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পালন করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের আহারের জন্য মাছি ও আর আর কীট প্রচুর পরিমাণে দিতেন। কিন্তু ইহাদের এরূপ হিংস্র স্বভাব যে অন্য আহার সকল পরিত্যাগ করিয়া আপনা আপনি পরস্পরকে আক্রমণ ও ধ্বংস করিতে লাগিল।

মাকড়সারা মনুষ্যের প্রতিও শত্রুতা করিয়া থাকে। মাকড়সাতে কখন কখন দংশন করে এবং তাহাদের বিষে শরীরের অনেক ক্লেশও দিতে পারে। ক্ষতস্থান পাইলে মাকড়সারা চাটিয়া যায়, তাহা শীঘ্র আরোগ্য হয় না।

যাহা হউক জগদীশ্বর অতি ক্ষুদ্র কীট মাকড়সাকেও ভুলেন না। তিনি তাহার আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের জন্য কি অত্যাশ্চর্য্য কৌশল সকলেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যাহার যেরূপ প্রয়োজন তাহার সেইরূপ উপায় করিয়া দিয়া এই সংসারকে কত সুখেই পূর্ণ করিয়াছেন।

মাকড়সা হইতে অনেক উপদেশ লাভ হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহার কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিলে তাহার অভাব নাই। প্রস্তাব পাছে দীর্ঘ হয় বলিয়া আমরা ইহার একটিমাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিব।

৫০০ বৎসর গত হইল, স্কটলণ্ডের সুবিখ্যাত রাজা রবার্ট ব্রুস্ ইংরাজ জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া অনেক দুরবস্থার পর জয়লাভে একেকালে হতাশ হইয়াছিলেন। এক রাত্রি তাঁহার নিদ্রাই হইল না, একটি যৎসামান্য কুটীরে ছিলেন। প্রাতঃকালে তাঁহার শয্যা হইতে দেখিলেন, একটি মাকড়সা তাহার জাল নির্ম্মাণে অতিশয় ব্যস্ত। জালটি বিস্তৃত ও দৃঢ় করিবার জন্য সে এক কড়ী হইতে অপর কড়ীতে সূত্র বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু যেমন সেখানে যাইবে, একেকালে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। ছয়বার এইরূপ চেষ্টা করিল, ছয়বারই নিস্ফল। কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া সপ্তমবার চেষ্টা করিল। তখন সেই মনোগত স্থানে উপনীত হইল, সূত্র বন্ধন করিল এবং যেন জয় জয়কার করিয়া তাহার কার্য্য চালাইতে লাগিল।

রাজা ইহা দেখিবামাত্র নব উৎসাহ ও নব উদ্যমে লম্ফমান হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন 'এই কীট অপেক্ষাও কি আমি অকর্ম্মণ্য হইব! অন্যকে বন্ধন ও ধ্বংস এই নীচ লক্ষ্যে সে বারবার নিস্ফল হইয়াও যতক্ষণ কার্য্যসিদ্ধি না করিল

ততক্ষণ ছাড়িল না। আর আমার দুর্দ্দশাপন্ন প্রজাগণকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে আমি কি কোন চেষ্টার ত্রুটি করিব?'

এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সমুদ্রতটে গিয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় চাপিলেন, আয়ার শায়ারে গমন করিলেন এবং গোপনে সৈন্য সমাবেশ করিয়া ক্রমাগত জয়লাভ করত প্রসিদ্ধ 'বানক্বরন্' যুদ্ধক্ষেত্রে স্বদেশকে স্বাধীন করিয়া দিলেন। আয়ার দেশের যেখান হইতে তিনি মাকড়সার নিকট এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহাকে 'কিংশ্ক্রশ পএন্ট' অর্থাৎ রাজার যাত্রার স্থান বলে।

আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

গো-পাদপ।

দক্ষিণ আমেরিকায় পারা নামক দেশে এক প্রকার বৃক্ষ আছে। গাভীর ন্যায় ইহা হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায়, এই জন্য ইহাকে গো-পাদপ বলে। ইহা সেখানকার বনের সকল গাছ অপেক্ষা উচ্চ। কোন কোনটা ৭০ হাতেরও অধিক হয়। ইহার ফল অতি সুন্দর এবং সুস্বাদু; তাহাতে জাম এবং দুগ্ধের সর এই দুয়ের তারই পাওয়া যায়। ওয়েবেষ্টার নামে এক সাহেব সমুদ্র ভ্রমণে আটলাণ্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগে গিয়াছিল। তিনি গোপাদপ বৃক্ষ দেখিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

"বৃক্ষ হইতে দুগ্ধ হয় একথা শুনিলে অনেকে চমৎকৃত হইবেন কিন্তু আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম। এখানকার লোকেরা ইহা উদর পূরিয়া পান করে। গো-দুগ্ধ অভাবে আমরাও ইহা চার সহিত মিশাইয়া পান করিয়াছি কিন্তু কার্য্যে ঠিক একরূপই বোধ হইল। এই দুগ্ধ অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, স্বাদ ও গন্ধে সামান্য দুগ্ধের ন্যায়। গোদুগ্ধ যেমন চা ও কাফির সহিত সহজে মিশিয়া যায় এবং কোন বিগুণ করে না; ইহাও ঠিক সেইরূপ জ্বাল দিলে শীঘ্র ইহার কিছু পরিবর্ত্ত হয় না। ঈষৎ উষ্ণ করিয়া রাখিলেও ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত ঠিক্ যেমন তেমন থাকে। ইহার গুণ আর আর গাছের রসের ন্যায় নয়, জন্তুদের দুগ্ধেরই মত। ইহাতে কিছুমাত্র সর পড়ে না, কিম্বা নবনীও হয় না। আমি এক বোতল দুগ্ধ সঙ্গে লইয়া গিয়া প্রায় ২ মাস পরে ট্রিনিডাড দ্বীপে পৌঁছিয়া জাহাজের অধ্যক্ষকে দিয়াছিলাম। অনেক কৌশলে ইহার কিছু অংশ ঘোলের ন্যায় এক প্রকার টকরস এবং মাখনের ন্যায় এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পদার্থে পৃথক করিয়াছিলাম। এই মাখন তুলিয়া শুকাইলাম তাহাতে শাদা মোমের ন্যায় এক প্র-

কার বস্তু হইল। ইহা অনেক তাপ না দিলে গলে না, জল এবং সুরাতে মিশ্রিত হয় না এবং ইহাতে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। জ্বালাইলে অতি সুন্দর এবং উজ্জ্বলরূপে জ্বলে কোন প্রকার গন্ধ বাহির হয় না। এবং তৈল বা আটার মতও কিছু মলাও জমে না। অতএব ইহা হইতে এক প্রকার উত্তম মোমবাতি তৈয়ার হইতে পারে। গো-পাদপ বৃক্ষের কাষ্ঠ অতি মূল্যবান্ এবং জাহাজ নির্ম্মাণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।"

স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

আশ্চর্য্য ভ্রাতৃ-স্নেহ।

পারস্য রাজ্যের অধিপতি সুবিখ্যাত ডেরায়স একদা ইন্টাফার্ নিস নামক এক ব্যক্তির কতিপয় গুরুতর দোষ দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া সপরিবারে তাহার প্রাণ নাশের দণ্ডবিধান করেন। তাহাতে ঐ ব্যক্তির পত্নী অতিশয় দুঃখভাবাপন্না হইয়া কয়েক দিবস রাজ বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন প্রতিদিন তাহাকে এইরূপ দুঃখিত অন্তঃকরণে উপস্থিত দেখিয়া এক দিবস তাহার দুঃখদর্শনে মহারাজার অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইল এবং তিনি একজন দূত দ্বারা ঐ স্ত্রীলোককে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, "ওহে হতভাগ্য! মহারাজ ডেরায়স সদয় হইয়া তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার পরিবারস্থ এক ব্যক্তির জীবন তিনি রক্ষা করিবেন; অতএব কাহাকে তুমি ইচ্ছা কর তাহা বল।"

এই বাক্য শ্রবণে কিয়ৎক্ষণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া তিনি তদুত্তর এই প্রদান করিলেন যে,"যদি মহারাজ আমার প্রতি এই অনুমতি করিয়া থাকেন তবে আমার ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিতে আমি প্রার্থনা করি।" ডেরায়স স্ত্রীলোকটীর এই অসম্ভব কামনা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, "তাঁহার প্রিয়তর সন্তানসন্ততি ও প্রিয়তম স্বামী সত্ত্বে তিনি কি কারণে তদপেক্ষা দূরসম্পর্ক ভ্রাতার জীবন রক্ষার্থে প্রার্থনা করিলেন?" তাহার উত্তর ঐ স্ত্রীলোক এই বলিয়া পাঠাইলেন;—"হে মহারাজ! পরমেশ্বর যদি কৃপা করেন আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া পুনরায় স্বামী ও সন্তানের মুখ দর্শন করিতে পারিব।* কিন্তু যখন আমার পিতা মাতা উভয়েরই বিয়োগ হইয়াছে

---

* আমাদিগের হতভাগ্য ভারতবর্ষের কয়েকস্থান ব্যতীত, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই স্ত্রীজাতির বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

তখন ভ্রাতা হারাইলে আর ভ্রাতা পাইব না।"

এই যুক্তি সঙ্গত উত্তর শ্রবণে ডেরায়স চমৎকৃত হইলেন এবং সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের এবং প্রার্থিত ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন।

যদিও এপ্রকার দৃষ্টান্ত অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়; স্বামী ও পুত্র কন্যার প্রতি অধিকতর মমতা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে; তথাপি ইহার দ্বারা সহোদরের প্রতি কি অপূর্ব্ব সহোদরাস্নেহ প্রকাশ পাইতেছে!

বামাগণের প্রতি উপদেশ।

যিনি করিলেন এই সংসার সৃজন।
যিনি করিছেন সব প্রাণীকে পালন॥
যিনি করিছেন সদা কল্যাণ বিধান।
অভয় প্রদাতা যিনি করুণা নিধান॥
দয়ার সাগর যিনি বিপদ ভঞ্জন।
যিনি সকলের সার পতিত পাবন॥
অনাথের নাথ যিনি নির্দ্ধনের ধন।
দুর্ব্বলের বল যিনি জীবের জীবন॥
ভকৎবৎসল যিনি জগৎ কারণ।
সর্ব্বদা করেন যিনি বিপদে তারণ॥
যিনি সকলের সুখ করেন বর্দ্ধন।
অহোরাত্র সকলেরে করেন রক্ষণ॥
অজস্র করুণা যিনি করিছেন দান।
হিতৈষী সুহৃদ্ নাহি যাঁহার সমান॥
যাঁহার কৃপায় সব জীব জন্তুগণ।
পরম সুখেতে করে সময় যাপন॥
নক্ষত্র তারকা আদি সুধাংশু তপন।
যাঁহার নিয়মে শূন্যে করিছে ভ্রমণ॥
নিদাঘ বরষা শীত আদি ঋতুগণ।
যাঁহার নিয়মে সদা করে বিচরণ॥
নদী, তরু, পয়োধর বায়ু, হুতাশন।
নিয়ত যাঁহার আজ্ঞা করিছে পালন॥
যাঁহাহতে পাইয়াছ আত্মা আর মন।
যাঁহাহতে পাইয়াছ বিদ্যা বুদ্ধি ধন॥
যাঁহাহতে পাইয়াছ পিতা মাতা জন
যাঁহাহতে পাইয়াছ ভাই ভগ্নীগণ॥
যাঁহার প্রসাদে সবে পাইয়া জীবন।
মনসুখে সবে কর বিদ্যা উপার্জ্জন॥
এমন করুণাকরে সবে অনুক্ষণ।
বারবার নমস্কার কর বামাগণ!

নূতন সংবাদ।

১।—আহুরিগ্রাম নিবাসী একটী স্ত্রীলোক সহমরণ যাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট তাহা করিতে দিবেন না, এই কথা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোক একটী কূপমধ্যে পতিত হন; তাঁহার আত্মীয়জন তাঁহাকে তৎস্থান হইতে তুলিয়া একটী গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখেন; কিয়দ্দিন পরে সেই স্থান হইতে মুক্ত হইয়া তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

অস্মদ্দেশীয়া বিধবা রমণীদিগকে যে প্রকার দুরবস্থাপন্ন হইয়া জীবনভার বহন করিতে হয় তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে গৃহ আর অরণ্য অধিক প্রভেদ নয়।

হায়! কতদিনে এই শোচনীয় ব্যাপার তিরোহিত হইয়া বিশুদ্ধ প্রণালীক্রমে বিধবা বিবাহ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইবে।

২।—এবার অনেক স্থানে বসন্তরোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই সময় সকলেরই কর্ত্তব্য যে, শিশু সন্তানদিগকে গোবীজে টীকা দিয়া সাবধান করেন। কারণ টীকা না দিলে কিম্বা বাঙ্গালামতে মনুষ্যবীজে টীকা দিলে, উভয়েতেই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। আমরা অনেক পরিবার দেখিতেছি তাঁহারা গোবীজে টীকা দিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন না এবং অনেকে কোন প্রকার টীকা না দিয়াও নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। অজ্ঞানতা নিবন্ধন প্রবল কুসংস্কারই তাহাদিগের এপ্রকার আচরণের কারণ। অল্পবয়স্ক শিশু সন্তান, যাহাদিগের একবারও টীকা হয় নাই, তাহাদিগকে যতশীঘ্র হয় তত শীঘ্র টীকা দেওয়া উচিত। বিশেষতঃ যে সময় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সে সময় টীকা না দিলে হঠাৎ বসন্ত হওয়াতে বিপদ ঘটিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। মনুষ্য বীজ অপেক্ষা গোবীজে টীকা দেওয়া যে, সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট তাহা বলা বাহুল্য। গোবীজটীকা দ্বারা প্রায় কোন বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হয় না এবং বিপদেরও কোন আশঙ্কা থাকে না; কিন্তু বাঙ্গালামতে মনুষ্য বীজে টীকা দিলে কোন কোন সময় অত্যন্ত বসন্ত হয় এবং বিপদ ঘটিয়া থাকে।

৩। গতবারের পত্রিকায় আমরা পাঠিকাদিগকে তিনটী বিধবা বিবাহের সংবাদ দিয়াছি, এবারও দুইটী বিধবা বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(ক) গত ১৮ই মাঘ বরিশাল জেলায় শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল সরকারের সহিত শ্রীমতী পরশমণি দাসীর বিবাহ হইয়াছে। বরের পিতার নাম শ্রীযুক্ত গৌরীকিশোর সরকার। বয়স ২৩ বৎসর, নিবাস ইলুহার গ্রাম; তাঁহার এই প্রথম বিবাহ। কন্যার পিতার নাম শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ দত্ত নিবাস জলুহার। উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র পালের সহিত ছয় বৎসর বয়সে তাহার প্রথম বিবাহ হয়, ১০ বৎসরে বিধবা হন, এখন বয়স ১৪ বৎসর; কন্যার মাতা নিজেই সম্প্রদান করিয়াছেন। এই বিবাহে অনেক ভদ্র লোকের সমাগম এবং অতিশয় সমারোহ হইয়াছিল।

(খ) "যশোহরের অন্তঃপাতী নড়াইল বিভাগে গত ১লা ফাল্গুন সিঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দাসের পুত্র শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দাসের সহিত তারাসী গ্রামের শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ ভদ্রের একাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী ক্ষমাসুন্দরী

দাসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মাজ-পাড়া গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত রামনিধি দাসের পুত্র শ্রীযুক্ত বদনচন্দ্র দাসের সহিত তাহার প্রথম বিবাহ হয়। এই বিবাহ বর ও কন্যাকর্ত্তার বিশেষ যত্নে হইয়াছে।"

বর ও কন্যাকর্ত্তার বিশেষ যত্নে হইয়াছে, যদি ইহা সত্য হয় তবে আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবেক; কারণ সচরাচর বর কন্যার যত্নই দৃষ্ট হয়। কর্ত্তৃপক্ষদিগের কুসংস্কার প্রায়ই প্রবল থাকে।

বিলাতীয় সংবাদ।

৪।—শ্রমজীবি-স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যালোচনার নিমিত্ত গত ১২ই অগ্রহায়ণ লণ্ডন নগরে একটী কালেজ স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাদিবস একটী সভা হইয়াছিল তাহাতে বহুসংখ্যক শিক্ষক, ছাত্র এবং দর্শকের সমাগমে সভা গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। যে সকল স্ত্রীলোক দিবাভাগে কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন; যাহাতে কিছু কিছু বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা তাহাদিগের মনের উন্নতি হয়, এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য।

৫।—স্ত্রীলোক সকল উত্তমরূপে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া যাহাতে স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তানদিগের পীড়ার চিকিৎসা করিতে সমর্থা হন তজ্জন্য সম্প্রতি বিলাতে একটী "ফিমেল মেডিকেল কালেজ" অর্থাৎ স্ত্রী-চিকিৎসা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

৬।—পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত নানা প্রকার কার্য্যালয় যাহাতে স্থাপিত হয় তন্নিমিত্ত পাঁচ বৎসর হইল, বিলাতে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ মূল সভার অন্তর্গত অনেক গুলি শাখা সভাও স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র ন্যূনাধিক পরিমাণে সভার উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। আইন সংক্রান্ত কার্য্য অবধি ছবিতোলা পর্য্যন্ত নানা প্রকার কার্য্যে স্ত্রীলোক সকল নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমাদিগের বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত একপ শুভকর কার্য্য সকল কতদিনে হইবে?

বামাগণের রচনা।

প্রার্থনা।

ওহে বিশ্বনাথ, করি প্রণিপাত,
তোমার চরণে আমি।
তুমি বিনা আর, কে আছে আমার,
তুমি জগতের স্বামী॥
তোমারি কৃপায়, জন্মেছি ধরায়,
তুমি সর্ব্ব সুখদাতা।
তোমারি সৃজিত, তোমারি পালিত,
তুমি মম পরিত্রাতা॥
কতই যতনে, রেখেছ এজনে,
জন্মাবধি চিরকাল।
পড়িলে বিপদে, রাখি নিজ পদে,
ঘুচায়েছ সে জঞ্জাল॥

রোগেতে যখন, হয়ে অচেতন,
তোমার শরণ লই।
তুমি বিনা আর, কে করে উদ্ধার,
গতি নাই তোমাবই॥
এইরূপে কত, বিঘ্ন শত শত,
হইতে করেছ পার।
করি সুরক্ষণ, রেখেছ জীবন,
নাহি কোন দুঃখ ভার॥
যেরূপ আমায়, অজস্র কৃপায়,
রেখেছ হে কৃপাধার।
কর সেই মত, অধর্ম্মে বিরত,
হয় যেন সদাচার॥
শতত এখন, করিহে প্রার্থন,
কর মোর আত্মোন্নতি।
তোমারি চরণ, করিহে স্মরণ,
তোমাতেই থাকে মতি॥
তোমারি আদেশ, পালি সবিশেষ,
তোমাকেই করি ধ্যান।
তোমারি কৌশল, সকলি মঙ্গল,
ইহা যেন থাকে জ্ঞান॥
পড়িলে বিপদ, না ভুলি ওপদ,
বিরাজিত থাক মনে।
ওহে দয়াময়, দিও পদাশ্রয়,
অন্তে এই পাপিজনে॥

শ্রীমতী ক্ষীরদা মিত্র।
সাং কলিকাতা নিমতলা।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ ঘোষ* [কানপুর]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ১৷৹

শ্রীসূর্য্যকুমার সেন [হাবড়া]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ৮৵৹

শ্রীপার্ব্বতীচরণ গুপ্ত [কলিকাতা]
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ১

শ্রীহরগোপাল সরকার [কলিকাতা]
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ৬ খানার ... ৷৹

শ্রীরামদাস সেন [বহরমপুর]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ৸৵৹

শ্রীসুরনাথ চৌধুরী [ইছাপুর]
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ৬ খানার ... ৷৹

শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য [খাঁটুরা]
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ৬ খানার ... ... ৷৹

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ [বিসপপ্রেস]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ৸৵৹

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যো* [কিশোরগঞ্জ
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ১

শ্রীগোকুলকৃষ্ণ চন্দ্র [কাটোয়া]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ৸৵৹

শ্রীকালীকুমার দাস † [মেদিনীপুর]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ১৴৹

* একটাকা সাড়ে তিন আনা গচ্ছিত রহিল।

* ৷৹ গচ্ছিত রহিল।

† ১৷৹ আনা গচ্ছিত রহিল।

১ম ভাগ ২য় খণ্ড বামাবোধিনীর সংখ্যাক্রমে সূচিপত্র।

১২৭১ বঙ্গাব্দ।

বৈশাখ—৯ সংখ্যা। পৃষ্ঠা

১। ভূমিকা ১০৩
২। পৃথিবীর ক্রমশঃ দুর্গতি না উন্নতি হইতেছে ... ১০৪
৩। কন্যার প্রতি মাতার উপদেশ (উপক্রমণিকা)... ১১৩
৪। রামধনু ১১৫
৫। নূতন সংবাদ ... ১১৭

জ্যৈষ্ঠ—১০ সংখ্যা।

১। যাহার যেমন অবস্থা তাহার তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত ... ১১৯
২। নারী চরিত (নিস্তারিণীদেবী) ১২১
৩। ভূমিকম্প ১২৫
৪। কন্যার প্রতি মাতার দ্বিতীয় উপদেশ (বিদ্যাশিক্ষা) ১২৭
৫। নূতন সংবাদ ... ১৩০
৬। বামা হিতার্থীর আশা (পদ্য) ১৩৩

আষাঢ়—১১ সংখ্যা।

১। যাহার যেমন অবস্থা তাহার তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত (সমাপ্ত) ... ১৩৫
২। ভূমিকম্প (সমাপ্ত) ... ১৩৭
৩। কন্যার প্রতি মাতার তৃতীয় উপদেশ (কুসংস্কার) ... ১৩৯
৪। একটী নিগ্রো স্ত্রীলোকের অতিথি সেবা ... ১৪২
৫। দেশাচার (উপক্রমণিকা) ১৪৫
৬। নূতন সংবাদ ... ১৪৭

পৃষ্ঠা

৭। বামাগণের রচনা (ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা) ... ১৫০

শ্রাবণ—১২ সংখ্যা।

১। স্ত্রী ও পুরুষ জাতির পরস্পর সম্বন্ধ ১৫১
২। কন্যার প্রতি মাতার চতুর্থ উপদেশ (জ্ঞান ও কার্য্য) ১৫৩
৩। শ্বেত ভল্লূক ... ১৫৬
৪। উন্নতি ১৫৮
৫। কুসংসর্গ ১৫৯
৬। বামাহিতার্থীর আশা (পদ্য) ১৬১
৭। নূতন সংবাদ ১৬২

ভাদ্র—১৩ সংখ্যা।

১। বামাবোধিনীর প্রথম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব ... ১৬৭
২। কন্যার প্রতি মাতার পঞ্চম উপদেশ (সৎকর্ম্ম) ... ১৬৯
৩। স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি—মাতৃস্নেহ, আশ্চর্য্য দাম্পত্য প্রণয়, উপচিকীর্ষা ... ১৭৩
৪। জ্যোতিষ (চন্দ্রগ্রহণ) .. ১৭৫
৫। দেশাচার (কুসংস্কার) ... ১৭৭
৬। কৃতজ্ঞতা (পদ্য) ... ১৭৯
৭। নূতন সংবাদ ... ঐ

আশ্বিন—১৪ সংখ্যা।

১। স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ ১৮৩

পৃষ্ঠা
২। পক্ষীদিগের গৃহকার্য্য প্রণালী ১৮৫
৩। জ্যোতিষ (সূর্য্য গ্রহণ) ১৮৭
৪। দেশাচার (কুসংস্কার সমাপ্ত) ১৮৯
৫। ইহুদীজাতির বিবাহ প্রণালী ১৯১
৬। কৃতজ্ঞতা (পদ্য সমাপ্ত) ১৯৫
৭। নূতন সংবাদ ... ... ঐ
৮। বামাগণের রচনা (ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা) ... ১৯৭

কার্ত্তিক—১৫ সংখ্যা।

১। স্ত্রীশিক্ষকের প্রয়োজন... ১৯৯
২। ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার উপদেশ ২০১
৩। টেমস্ নদীর নীচে দিয়া পথ ২০৪
৪। নারী চরিত (সারামার্টি ন) ২০৬
৫। সময় ২০৮
৬। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ (পদ্য) ২১০
৭। নূতন সংবাদ ... ... ঐ
৮। বামাগণের রচনা (পদ্য—পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা) ২১৩

অগ্রহায়ণ—১৬ সংখ্যা।

১। রুসিয়েশ্বরী মহারাণী কাথারিণা ২১৫
২। দেশাচার (বিবাহ প্রণালী-১ম বাল্য বিবাহ) ... ২২০
৩। অর্থ ব্যয় ২২৩
৪। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য (পদ্য) ২২৫
৫। নূতন সংবাদ ২২৬
৬। বামাগণের রচনা (স্বদেশীয়া ভগ্নীগণের প্রতি সম্বোধন) ২২৯

পৌষ—১৭ সংখ্যা। পৃষ্ঠা

১। স্ত্রীবিদ্যালয়ের আবশ্যকতা ২৩১
২। থিওডোসিয়স্ ও কনষ্টান্সিয়া ২৩৫
৩। নারীচরিত (সারামার্টিন) ২৩৮
৪। বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণের প্রার্থনা (পদ্য) ... ২৪১
৫। নূতন সংবাদ ... ঐ

মাঘ—১৮ সংখ্যা।

১। স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দান ২৪৭
২। থিওডোসিয়স্ ও কনষ্টান্সিয়া (সমাপ্ত) ... ২৪৯
৩। দেশাচার (বিবাহ প্রণালী—২য় বার্দ্ধক্য বিবাহ)... ২৫৩
৪। মেরু সন্নিহিত দেশ সকলের বিবরণ ২৫৫
৫। প্রভাতবর্ণন (পদ্য) ... ২৫৮
৬। নূতন সংবাদ ... ২৫৯
৭। বামাগণের রচনা (পদ্য—প্রার্থনা, প্রার্থনা) ২৬০

ফাল্গুন—১৯ সংখ্যা।

১। নারীচরিত (সারামার্টিন সমাপ্ত) ... ২৬৩
২। দেশাচার (বিবাহ প্রণালী—৩য় বহু বিবাহ) ... ২৬৬
৩। ঊর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা ২৬৯
৪। স্ত্রীজাতির সংকীর্ত্তি (আশ্চর্য্য দাম্পত্য প্রণয়) ... ২৭০
৫। নূতন সংবাদ ... ২৭৩
৬। বামাগণের রচনা (স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা, স্তোত্র ... ২৭৫

চৈত্র—২০ সংখ্যা।

১। উপসংহার ২৭৭

পৃষ্ঠা।

২। ঊর্ণনাভ অর্থাৎ মাকড়সা (সমাপ্ত) ২৮০
৩। গোপাদপ ২৮৪
৪। স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি (আশ্চর্য্য ভ্রাতৃস্নেহ)... ২৮৫
৫। বামাগণের প্রতি উপদেশ (পদ্য) ২৮৬
৬। নূতন সংবাদ ... ঐ
৭। বামাগণের রচনা (পদ্য—প্রার্থনা) ২৮৮

১ম ভাগ ২য় খণ্ড বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচিপত্র।

পৃষ্ঠা।

১। ভূমিকা। ১০৩

২। নারী চরিত।

নিস্তারিণী দেবী ... ১২১
সারামাটিন ২০৬
রুনিয়েশ্বরী মহারাণী কাথারিণা ২১৫
সারামাটিন ২৩৮
ঐ (সমাপ্ত) ... ২৬৩

৩। বিজ্ঞান।

রামধনু ১১৫
ভূমিকম্প ১২৫
ঐ (সমাপ্ত) ... ১৩৭
চন্দ্রগ্রহণ ১৭৫
সূর্য্যগ্রহণ ১৮৬

৪। নীতি।

কন্যার প্রতি মাতার উপদেশ
উপক্রমণিকা ... ১১৩
বিদ্যাশিক্ষা ... ১২৭
কুসংস্কার ... ১৩৯
জ্ঞান ও কার্য্য ... ১৫৩
সৎকর্ম্ম ১৬৯

স্ত্রী ও পুরুষ জাতির পরস্পর সম্বন্ধ ১৫১
কুসংসর্গ ১৫৯
ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার উপদেশ ২০১

৫। দেশাচার।

উপক্রমণিকা ১৪৫
উন্নতি ১৫৮
কুসংস্কার ১৭৭
ঐ (সমাপ্ত) ১৮৯
ইহুদী জাতির বিবাহ প্রণালী ১৯১
বাল্য বিবাহ ২২০
বার্দ্ধক্য বিবাহ... ... ২৫৩
বহুবিবাহ ২৬৬

৬। পদ্য।

বামাহিতার্থীর আশা ... ১৩৩
ঐ (সমাপ্ত) ১৬১
কৃতজ্ঞতা ১৭৯
ঐ (সমাপ্ত) ১৯৫
ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ... ২১০
সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ... ২২৫
বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণের প্রার্থনা ২৪১

	পৃষ্ঠা
বর্ণন	২৫৮
৭। গৃহকার্য্য।	
স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ	১৮৩
সময়	২০৮
অথব্যয়	২২৩
৮। অদ্ভুত বিবরণ।	
টেমস নদীর নীচে দিয়া পথ	২০৪
গোপাদপ	২৮৪
৯। কথোপকথন।	
পৃথিবীর ক্রমশঃ দুর্গতি না উন্নতি হইতেছে... ...	১০৪
যাহার যেমন অবস্থা তাহার তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত	১১৯
ঐ (সমাপ্ত)	১৩৫
১০। প্রাণিবিদ্যা।	
শ্বেত ভল্লুক	১৫৩
পক্ষীদিগের গৃহকার্য্য প্রণালী	১৮৫
মাকড়সা	২৬৯
ঐ (সমাপ্ত)	২৮০
১১। স্ত্রীজাতির সংকীর্ত্তি।	
একটী নিগ্রো স্ত্রীলোকের অতিথি সেবা	১৪২
মাতৃস্নেহ	১৭৩
আশ্চর্য্য দাম্পত্য প্রণয় ...	১৭৪
উপচিকীর্ষা	ঐ
থিয়োডোসিয়স ও কনষ্টান্‌সিয়া	২৩৫
ঐ (সমাপ্ত)	২৪৯
আশ্চর্য্য দাম্পত্য প্রণয় ...	২৭৩
আশ্চর্য্য ভ্রাতৃস্নেহ ...	২৮৫
১২। বামাবোধিনীর প্রথম সাম্বৎসরিক জম্মোৎসব	১৬৭
১৩। স্ত্রীশিক্ষা।	
স্ত্রীশিক্ষকের প্রয়োজন ...	১৯৯
স্ত্রীবিদ্যালয়ের আবশ্যকতা	২৩১
স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দান ...	২৪৬
১৪। বামাগণের রচনা।	
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ...	১৫০
ঐ	১৯৭
ঐ	২১৩
স্বদেশীয় ভগ্নীগণের প্রতি সম্বোধন	২২৯
প্রার্থনা	২৬০
ঐ	২৬১
স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ...	২৭৫
স্তোত্র	২৭৭
প্রার্থনা	২৮৮
১৫। নূতন সংবাদ।	
নূতন সংবাদ	১১৭
ঐ	১৩০
ঐ	১৪৭
ঐ	১৬২
ঐ	১৭৯
ঐ	১৯৭
ঐ	২১০
ঐ	২২৬
ঐ	২৫১
ঐ	২৫৯
ঐ	২৭৩
ঐ	২৮৬
১৬। উপসংহার	২৭৯

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে, যাঁহ
নিকটে বামাবোধিনীর মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে তাঁহারা
সের মধ্যে স্ব স্ব দেয় পরিশোধ করিয়া উপকৃত করিবেন।
বামাবোধিনীকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

আগামী বর্ষের বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত]

কলিকাতার জন্য	...	১।০
মফঃস্বলের জন্য	...	২

অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য [বৈশাখ হইতে আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত]

কলিকাতার জন্য	...	॥৶০
মফঃস্বলের জন্য	...	১/০
প্রতিখণ্ডের মূল্য	... ...	৶০

☞ ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না।

বামাবোধিনী পত্রিকার প্রথমভাগ [বঙ্গাব্দ ১২৭০ ভাদ্র হইতে ১২৭১ চৈত্র পর্য্যন্ত] উপাধিপত্র সহ বাঁধান মূল্য ১৶/১০

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতিবার প্রতি পংক্তি	...	/০

☞ যাঁহারা ক্রমাগত এক বৎসর বা ছয়মাস বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করা যাইবে।

বামাবোধিনী ১ম ভাগ ১ম খণ্ড বাঁধান মূল্য ॥৶০। ২য় খণ্ড ১।০
২য় ও ৯ম সংখ্যা বামাবোধিনী পুনর্ম্ম[illegible]দ্রিত মূল্য ৶০ আনা।

☞ ১ চৈত্র ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

চোরবাগান ৪৪ নং ভবনে [illegible] প্রেসে শ্রী [illegible] দাস দেব দ্বারা মুদ্রিত।